ছোটদের ছোট গল্প

সংকলনে ঃ-
আব্দুল হামীদ মাদানী

ছোটদের ছোট গল্প

ভূমিকা

আমরা অনেক সময় ছোট-ছোট কাহিনী বা গল্প পড়ে, শুনে ও বলে থাকি। যাতে থাকে অনেক রকম জ্ঞান ও শিক্ষা। আমার মনে হয়, আমাদের কচি-কাঁচা শিশুদের জন্য সেই সব গল্পকে বই আকারে প্রকাশ করলে তারা বড় উপকৃত হবে।

অবশ্য কিছু গল্প আছে কুরআন ও হাদীস থেকে সংগৃহীত সত্য ইতিহাস। আর কিছু আছে উপমা স্বরূপ। শিশুদের মোমের মনে সে সব চিত্রিত হলে বড় হয়ে চলার পথে পাথেয় হবে।

আজকের শিশু, কালকের পিতা। নানা রোগের কবল থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে যেমন নানা ভ্যাকসিন দেওয়া হয়, তেমনি এই বিশ্বায়নের যুগে বেশি বেশি ক'রে তাদেরকে ঈমানী টিকা দেওয়া প্রত্যেক মুসলিম পিতা-মাতার কর্তব্য। নচেৎ সময়ে অবহেলা করলে পরে পস্তাতে হবে সকলকে।

আসুন ! আমরা গোড়া থেকে শুরু করি, ঈমানদার শিশু গড়ি। তওফীক ও প্রয়াস আল্লাহর হাতে। আমরা তাঁর নিকট থেকে তা প্রার্থনা করি।

বিনীত---
আব্দুল হামীদ মাদানী

সূচীপত্র

স্রষ্টার অস্তিত্ব ১
এক ঢিলে তিন শিকার ২
আল্লাহ রক্ষা করবেন ৪
হস্তিবাহিনীর কাহিনী ৫
কিশোরের পাকা ঈমান ৬
আমানতদারীর পুরস্কার ৮
আমানতদার রাখাল ১০
আমানতদার মেয়ে ১১
আল্লাহ তো দেখছেন ১২
কৃপণদের পরিণতি ১৩
দুই বন্ধুর ধন-জন ১৫
অকৃতজ্ঞতার প্রতিফল ১৮
হারানো উট ফিরে পাওয়ার খুশি ২১
সৎকাজে প্রতিযোগিতা ২২
বদান্যতায় প্রতিযোগিতা ২৩
রসূল ﷺ-কে গালি দেওয়ার প্রতিবাদে প্রতিযোগিতা ২৪
শহীদ হতে প্রতিযোগিতা (১) ২৫
শহীদ হতে প্রতিযোগিতা (২) ২৬
জিহাদে যেতে প্রতিযোগিতা ২৬
যে কাজে আল্লাহ বিস্মিত ২৭
মেহমানের খাতির ২৮
এক পরহেযগার যুবক ৩১
বিনয়ের নমুনা ৩৪

রাষ্ট্রনেতা হলে এমন ৩৪
হারানো মুদ্রা-কলস ৩৫
শয়তানের কাজ ৩৭
লোকের সমালোচনা ৩৮
কুয়াতে বিড়াল মরা ৩৮
বাড়ির প্রভাব স্কুলে ৪০
হিংসিতের বিজয় ৪১
হিংসার জ্বালা ৪৩
পাত পড়ে, কলি হাসে ৪৪
বিষয়-বিতৃষ্ণা ৪৪
সব কাজে আন্তরিকতা ৪৫
নেতিবাচক মন্তব্য ৪৫
নেতিবাচক বুঝ ৪৬
বিজ্ঞ কাঠুরে ৪৬
বংশের গৌরব ৪৭
ভগবান তরাও, হাত-পা তো নড়াও ৪৭
পর-ভরসা ৪৮
দুআর জোর ৪৯
দুশ্চিন্তা কিসের? ৪৯
সিদ্ধান্ত নিতে জলদিবাজি ৫০
ন্যায়পরায়ণতা ৫০
শিয়াল নয়, বাঘ হও ৫১
আশার নেশা ৫২
গোপনীয় কথা ৫৩
মানুষ চেনার উপায় ৫৩
রূপ নয়, গুণ চাই ৫৪

রূপ না থাকলে গুণ থাক ৫৬
উত্থান-পতন ৫৬
বুদ্ধি থাকলে উপায় হয় ৫৭
পাথর ক্ষয় ৫৭
বড় হয়ে কী হব? ৫৮
সর্বাধিক সম্মানীয় কে? ৬১
দুঃখ ছাড়া কি সুখলাভ হয়? ৬২
অন্ধের হাতি দেখা ৬২
অন্ধের পায়েস খাওয়া ৬৩
পরের অনুকরণ ৬৪
বড় কে? ৬৪
গাছের পাখিটি কী বলে? ৬৫
শিক্ষার মান যখন তখন ৬৬
দুনিয়ার মূল্য ৬৭
মোসাহেবি ও চাটুকতা ৬৮
পেট বড় বালাই ৬৯
সরব না হলে মার খেতে হয় ৭০
আল্লাহ যা করেন, ভালই করেন ৭১
একতায় বল ৭৩
নিজের জন্য বাঁচানো ৭৩
সত্য কথা মিথ্যা কার? ৭৪
একে হার, অন্যে জিত ৭৪
মর্যাদা রক্ষা ৭৫

স্রষ্টার অস্তিত্ব

এক আস্তিক আলেমের সঙ্গে এক নাস্তিক পন্ডিতের তর্কসভা হওয়ার কথা। সেখানে আস্তিক প্রমাণ করবেন, স্রষ্টা আছেন, আর নাস্তিক প্রমাণ করবে, তা নেই।

সভায় প্রচুর লোকের সমাগম ছিল। আস্তিক আলেম সভায় উপস্থিত হতে দেরি করছেন দেখে অনেকে ধারণা ক'রে বসল যে, তিনি হয়তো স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারবেন না।

তাঁর বাসা ছিল নদীর ওপাড়ে। এদিকে সভায় বড় উৎকণ্ঠার সাথে প্রতীক্ষা চলতে চলতে লোকেদের ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যেতে লাগল।

ইতিমধ্যে তিনি এসে উপস্থিত হলেন। সকলে তাঁকে ভর্ৎসনা করতে লাগল। নাস্তিক বলল, 'আসলে উনি স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারবেন না বিধায় দেরি ক'রে সভায় উপস্থিত হয়েছেন!'

আস্তিক বললেন, 'ভাই সকল! আপনারা হয়তো জানেন। আমার বাড়ি নদীর ওপাড়ে। এ পাড়ে আসার জন্য যথাসময়ে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলাম। কিন্তু নদীর ঘাটে এসে দেখি, কোন নৌকা-ওয়ালা নেই। তাই অপেক্ষা করতে করতে দেরি হয়ে গেল। অবশেষে কোন নৌকা-ওয়ালা পেলামও না। বহু অপেক্ষার পর দেখলাম, ঘাটের কাছে একটি বড় গাছ আপনা-আপনি পড়ে গেল। তারপর আপনা-আপনি পাটা তৈরি হল। আপনা-আপনি পাটাগুলি আপোসে জোড়া লেগে নৌকা তৈরি হয়ে গেল। তারপর ধীরে ধীরে পানিতে নেমে গেল। আমি তাতে চড়ে বসলাম। সেই নৌকা মাঝি-মাল্লা ছাড়া এ পাড়ে পার ক'রে দিল। আর তারপরই আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হতে পেরেছি।'

সভাস্থ প্রায় সকল জনতাই 'হো-হো' ক'রে হেসে উঠল। নাস্তিক

বলে উঠল, 'উপস্থিত ভদ্রমন্ডলী! আপনাদের কী মনে হয়? উনি কি একজন পাগল নন? কোন নৌকা কি নিজে নিজে তৈরি হয়ে বিনা মাঝি-মাল্লাতে নদী পার ক'রে দিতে পারে? আসলে উনি স্রষ্টাতে বিশ্বাসী হয়ে পাগল হয়ে গেছেন। আপনারা কেউ তাঁর কথায় বিশ্বাস করবেন না।'

আস্তিক আলেম বললেন, 'ভাই সকল! আপনারা ইনসাফের সাথে বিচার ক'রে বলুন, পাগল আমি, না উনি? আমি তো কেবল বলেছি, নদীর ধারে একটি নৌকা আপনা-আপনি তৈরি হয়ে নদীতে চলাচলের কথা। আর উনি যে বলেন, এ সারা বিশ্বজাহান, এ চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, এ আকাশ-বাতাস সব কিছু বিনা পরিচালক ছাড়া পরিচালিত হচ্ছে। তাহলে উনি কি আমার চাইতে বেশি বড় পাগল নন?'

সভায় উপস্থিত জনতা এমন যুক্তিযুক্ত জবাব শুনে আস্তিক আলেমকে সমর্থন করল।

এক ঢিলে তিন শিকার

এক বস্তুবাদী নাস্তিক এক ইমাম সাহেবের নিকট নিজের সন্দেহ পেশ করল। সে বলল,

(ক) যা দেখা যায় না, তা বিশ্বাস করি কীভাবে? সুতরাং আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি না।

(খ) আপনারা বলেন, 'শয়তান জাহান্নামে যাবে।' আবার বলেন, 'শয়তান আগুন থেকে সৃষ্টি।' তাহলে আগুনে আগুন শাস্তি বা কষ্ট পাবে কীভাবে?

(গ) আপনারা বলেন, 'দুনিয়ার যা কিছু ঘটে, তা আল্লাহর লিখিত তকদীর অনুযায়ী ঘটে। সুতরাং পাপ করলে মানুষ দায়ী বা দোষী হবে কেন?

বিচক্ষণ ইমাম সাহেব মুখে কিছু উত্তর না দিয়ে মাটির একটা ঢিল তুলে নিয়ে তার কপালে ছুড়ে মারলেন। লোকটি রাগে উত্তেজিত হয়ে উঠে বলল, 'আমি আপনার কাছে প্রশ্নের জবাব চাইলাম। আর আপনি জবাব না পেয়ে আমাকে ঢিল ছুড়ে মারলেন? আমি আপনার বিরুদ্ধে কাযীর কাছে নালিশ করব!'

ইমাম সাহেব গম্ভীরভাবে বললেন, 'ঢিল মেরেই তো আমি তোমার জবাব দিয়ে দিয়েছি। তুমি রাগলে কেন? তুমি কি ব্যথা পেয়েছ?'

---অবশ্যই।

---আমি বিশ্বাস করি না যে, তুমি ব্যথা পেয়েছ। কারণ যা দেখা যায় না, তা অবিশ্বাস্য।---এ কথা তোমারই। তাই না?

তাছাড়া তোমার ব্যথা পাওয়ারও তো কথা নয়। কারণ, তুমি মাটির সৃষ্টি। আর তোমাকে মাটি ছুড়ে মেরেছি। সুতরাং মাটির আঘাতে মাটির তো কষ্ট পাওয়ার কথা নয়। যেমন তুমি বলেছ, 'আগুনের সৃষ্টি শয়তান আগুন দ্বারা কষ্ট পাবে না।'

আর আমি তোমাকে মেরেছি বলে কাযীর কাছে নালিশ করবে কেন? আমার তো কোন দোষ নেই। যেহেতু যেটা ঘটেছে, সেটা তো আল্লাহর লিখিত তকদীর অনুযায়ীই ঘটেছে।

নাস্তিকটি ইমাম সাহেবের নিকট থেকে উচিত জবাব পেয়ে কপালে হাত রেখে বিদায় নিল।

আল্লাহ রক্ষা করবেন

একদা এক মরুভূমিতে মরু-বাবলা গাছের উপর নিজের তরবারি লটকে রেখে তার ছায়ার নিচে বিশ্রাম নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে গিয়েছলেন আমাদের মহানবী ﷺ। ইতিমধ্যে এক বেদুঈন দুশমন এসে তাঁর ঐ তরবারিটি হাতে নিয়ে তাঁর উপর তুলে ধরে বলল, 'ওহে মুহাম্মাদ! তুমি কি আমাকে ভয় পাও না?'

মহানবী ﷺ নির্ভয়ে বললেন, 'না।'

বেদুঈন বলল, 'তোমাকে আমার হাত হতে কে রক্ষা করবে?'

তিনি বললেন, 'আল্লাহ।'

বেদুঈন আবার বলল, 'তোমাকে আমার হাত হতে কে রক্ষা করবে?'

তিনি পূর্বেকার মতই বললেন, 'আল্লাহ।'

বেদুঈন পুনরায় বলল, 'তোমাকে আমার হাত হতে কে রক্ষা করবে?'

তিনি পুনরায় বললেন, 'আল্লাহ।'

এরপর বেদুঈনের দেহ-মন কেঁপে উঠল। সহসা তার হাত থেকে তলোয়ারটি পড়ে গেল। মহানবী ﷺ তা তুলে নিয়ে তার প্রতি তুলে ধরে বললেন, 'এবার তোমাকে আমার হাত হতে কে রক্ষা করবে?'

বেদুঈন বলল, 'কেউ নয়।'

কিন্তু মহানবী ﷺ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

হস্তিবাহিনীর কাহিনী

হাবশার বাদশাহর তরফ থেকে ইয়ামান দেশে আবরাহা গভর্নর ছিল। সে 'সানআ'তে একটি খুব বড় গির্জা নির্মাণ করাল। আর চেষ্টা করল, যাতে লোকেরা মক্কার কা'বাগৃহ ত্যাগ ক'রে ইবাদত ও হজ্জ-উমরাহর জন্য এখানে আসে। এ কাজ মক্কাবাসী তথা অন্যান্য আরব গোত্রের জন্য অপছন্দনীয় ছিল। অতএব বানী কিনানার একজন লোক আবরাহার নির্মাণকৃত উপাসনালয়ে পায়খানা ক'রে নোংরা ক'রে দিল। আবরাহার নিকট খবর পৌঁছল যে, গির্জাকে কেউ নোংরা ও অপবিত্র ক'রে দিয়েছে। যার প্রতিক্রিয়ায় সে কা'বা ঘরকে ধ্বংস করার দৃঢ়সংকল্প ক'রে নিল। সে বহু সংখ্যক সৈন্যসহ মক্কার উপর হামলা করার উদ্দেশ্যে রওনা হল। কিছু হাতীও তাদের সাথে ছিল।

মক্কার নিকট পৌঁছে সৈন্যরা (মক্কার সর্দার) নবী ﷺ-এর দাদার উটগুলি দখল ক'রে নিল। এ ব্যাপারে আব্দুল মুত্তালিব আবরাহাকে বললেন, 'আমার উটসমূহকে ফিরিয়ে দিন; যা আপনার সৈন্যরা ধরে রেখেছে।'

(আবরাহা বলল, 'এখন আমরা তোমাদের কা'বা ধ্বংস করতে এসেছি, আর তুমি কেবল উট ছেড়ে দেওয়ার দাবী কর?'

তিনি বললেন, 'উটগুলি আমার। তাই আমি সেগুলির হিফাযত চাই।) বাকী থাকল কা'বা ঘরের ব্যাপার যাকে আপনি ধ্বংস করতে এসেছেন, তো সেটা হল আপনার ব্যাপার আল্লাহর সাথে। কা'বা হল আল্লাহর ঘর। তিনিই হলেন তার হিফাযতকারী। আপনি জানেন আর বায়তুল্লাহর মালিক আল্লাহ জানেন।'

অতঃপর যখন এই সৈন্যদল (মিনার কাছে) 'মুহাস্সার' উপত্যকার নিকট পৌঁছল, তখন আল্লাহ তাআলা একটি পাখীর দলকে প্রেরণ করলেন, যাদের ঠোঁটে এবং পায়ে পোড়া মাটির কাঁকর ছিল, যা ছোলা অথবা মসুরীর দানা সমপরিমাণ ছিল। পাখীরা উপর থেকে সেই কাঁকর বর্ষণ করতে লাগল। যে সৈন্যকে এই কাঁকর লাগল, সে গলে গেল, তার শরীর হতে মাংস খসে পড়ল এবং পরিশেষে সে মারা গেল। 'সানআ' পৌঁছতে পৌঁছতে খোদ আবরাহারও একই পরিণাম হল। এইভাবে আল্লাহ তাআলা নিজ ঘরের হিফাযত করলেন।

কিশোরের পাকা ঈমান

অতীতকালে এক বাদশার একটি যাদুকর ও গণক ছিল। যখন সে গণক বৃদ্ধ অবস্থায় উপনীত হল, তখন সে বাদশাহকে বলল, 'আমাকে একটি বুদ্ধিমান বালক দিন, যাকে আমি এই বিদ্যা শিক্ষা দেব।'

সুতরাং বাদশাহ সেই রকম বুদ্ধিমান বালক খোঁজ ক'রে তাকে তার কাছে সমর্পণ করলেন। ঐ বালকের পথে এক পাদরিরও ঘর ছিল। বালকটি পথে আসা-যাওয়ার সময় সেই পাদরির নিকট গিয়ে বসত এবং তার কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করত, যা তাকে ভালও লাগত। এ ভাবেই তার আসা যাওয়া অব্যাহত থাকল। একদা এই বালকটির যাওয়ার পথে এক বৃহদাকার জন্তু (বাঘ অথবা সাপ) বসেছিল; যে মানুষের আসা-যাওয়ার রাস্তা বন্ধ ক'রে রেখেছিল। বালকটি চিন্তা করল, আজকে আমি পরীক্ষা করব যে, যাদুকর সত্য, না পাদরি। সে একটি পাথরের টুকরা কুড়িয়ে বলল, 'হে আল্লাহ! যদি পাদরির আমল তোমার নিকট যাদুকরের আমল থেকে উত্তম এবং পছন্দনীয় হয়, তাহলে এই জন্তুকে মেরে ফেল; যাতে মানুষের আসা-

যাওয়ার পথ চালু হয়ে যায়।’

এই বলে বালকটি পাথর ছুড়লে জন্তুটি মারা গেল। এবার বালকটি পাদরির নিকট গিয়ে সব কথা বিস্তারিত বলল। পাদরি বললেন, ‘হে বৎস! এবার দেখছি তুমি পূর্ণ দক্ষতায় পৌঁছে গেছ। এবার তোমার পরীক্ষা শুরু হতে চলেছে। কিন্তু এই পরীক্ষা অবস্থায় আমার নাম তুমি প্রকাশ করবে না।’

এই বালকটি জন্মান্ধত্ব, ধবল প্রভৃতি রোগের চিকিৎসাও করত; তবে তা আল্লাহর উপর বিশ্বাসের উপর শর্ত রেখেই করত। এই শর্তানুযায়ী বাদশার এক সহচরের অন্ধ চক্ষুকে আল্লাহর কাছে দুআ ক’রে ভাল ক’রে দিল। বালকটি বলত যে, ‘যদি আপনি আল্লাহর উপর ঈমান আনেন, তাহলে আমি তাঁর নিকট দুআ করব; তিনি আরোগ্য দান করবেন।’

সুতরাং সে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানালে তিনি রোগীকে আরোগ্য দান করতেন। এই খবর বাদশাহর নিকট পৌঁছলে, তিনি বড় উদ্বিগ্ন হলেন। কিছু সংখ্যক ঈমানদারকে তিনি হত্যা ক’রে ফেললেন। আর এই বালকটির ব্যাপারে তিনি কয়েকটি লোককে ডেকে বললেন যে, ‘এই বালকটিকে উঁচু পাহাড়ের উপর নিয়ে গিয়ে নিচে ফেলে দাও।’ বালকটি আল্লাহর কাছে দুআ করলে পাহাড় কাঁপতে লাগল; যার কারণে সে ছাড়া সকলেই পড়ে মারা গেল। বাদশাহ তখন বালকটিকে অন্য কিছু লোকের কাছে সমর্পণ করে বললেন, ‘একে একটি নৌকায় চড়িয়ে সমুদ্রের মধ্যস্থলে নিয়ে গিয়ে তাতে নিক্ষেপ কর।’ সেখানেও বালকটির দুআর কারণে নৌকাটি উল্টে গেল। যার ফলে সকলে পানিতে ডুবে মারা গেল। কিন্তু বালকটি বেঁচে গেল। এবার বালকটি বাদশাকে বলল, ‘যদি আপনি আমাকে হত্যাই করতে চান, তাহলে

এর সঠিক পদ্ধতি হল এই যে, একটি খোলা ময়দানে লোকদেরকে জমায়েত করুন, আর ‘বিসমিল্লাহি রাব্বিল গুলাম’ (অর্থাৎ, বালকের প্রভুর নামে আরম্ভ করছি) বলে আমার প্রতি তীর নিক্ষেপ করুন; দেখবেন আমি মৃত্যু বরণ করব।’

বাদশাহ তাই করলেন। যার কারণে বালকটি মৃত্যু বরণ করল। সেই ঘটনাস্থলেই লোকেরা সোচ্চার হয়ে বলে উঠল যে, ‘আমরা এই বালকটির রবের (প্রভুর) উপর ঈমান আনলাম।’

বাদশাহ আরো অধিক উদ্বিগ্ন হলেন। অতএব তিনি তাদের জন্য একটি গর্ত খনন করিয়ে তাতে আগুন জ্বালাতে আদেশ করলেন। অতঃপর হুকুম দিলেন যে, ‘যে ব্যক্তি ঈমান হতে ফিরে না আসবে, তাকে এই অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ কর।’ এইভাবে ঈমানদার ব্যক্তিরা আসতে থাকল এবং আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে থাকল। পরিশেষে একটি মহিলার পালা এল, যার সঙ্গে তার বাচ্চাও ছিল। সে একটু পশ্চাদ্পদ হল। কিন্তু বাচ্চাটি বলে উঠল, ‘আম্মাজান! ধৈর্য ধরুন। আপনি সত্যের উপরে আছেন।’ (সুতরাং সেও আগুনে শহীদ হয়ে গেল।)

আমানতদারীর পুরস্কার

মুবারক আবু আব্দুল্লাহ তাঁর প্রভু (মনীব)এর বাগানে কাজ করতেন। তাঁর প্রভু বাগান-মালিক হামাযানের বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। একদিন বাগানে এসে দাসকে বললেন, ‘মুবারক! একটি মিষ্টি বেদানা আনো তো।’

মুবারক গাছ হতে খুঁজে খুঁজে একটি বেদানা প্রভুর হাতে দিলেন। প্রভু তো ভেঙ্গে খেতেই চটে উঠলেন। বললেন, ‘তোমাকে মিষ্টি বেদানা

আনতে বললাম, অথচ টক বেদানা নিয়ে এলে? মিষ্টি বেদানা নিয়ে এসো।'

মুবারক অন্য একটি গাছ থেকে আর একটি বেদানা এনে দিলে তিনি খেয়ে দেখলেন সেটাও টক। রেগে তৃতীয়বার পাঠালে একই অবস্থা। প্রভু বললেন, 'আরে তুমি টক আর মিষ্টি বেদানা কাকে বলে চেন না?' বললেন, 'জী না। (আমি তো আর কোন গাছের বেদানা খেয়ে দেখিনি।) আপনার বিনা অনুমতিতে খাই কী করে?'

দাসের এই আমানতদারী ও সততা দেখে প্রভু অবাক হলেন। তাঁর চোখে তাঁর কদর ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেল। তিনি তাকে পুরস্কৃত করতে চাইলেন।

মালিকের ছিল এক সুন্দরী কন্যা। বহু বড় বড় পরিবার থেকেই তার বিয়ের সম্বন্ধ আসছিল। একদা প্রভু মুবারককে ডেকে বললেন, 'আমার মেয়ের সাথে কেমন লোকের বিয়ে হওয়া উচিত বল তো?' মুবারক বললেন, 'জাহেলিয়াত যুগের লোকেরা বংশ ও কুলমান দেখে বিয়ে দিত, ইয়াহুদীরা দেয় ধন দেখে, খ্রিস্টানরা দেয় রূপ-সৌন্দর্য দেখে। কিন্তু এই উম্মত কেবল দ্বীন দেখেই বিয়ে দিয়ে থাকে।'

এ ধরনের জ্ঞানগর্ভ কথা প্রভুর বড় পছন্দ হল। মুবারকের কথা প্রভু তাঁর স্ত্রীর নিকট উল্লেখ ক'রে বললেন, 'আমি তো মেয়ের জন্য মুবারকের চেয়ে অধিক উপযুক্ত পাত্র আর কাউকে মনে করি না।'

হয়েও গেল বিবাহ। পিতা উভয়কে প্রচুর অর্থ দিয়ে তাঁদের দাম্পত্যে সাহায্য করলেন। এই সেই দম্পতি যাঁদের ঔরসে জন্ম নিয়েছিলেন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, যাহেদ, বীর মুজাহিদ আব্দুল্লাহ বিন মুবারক।

আমানতদার রাখাল

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ মদীনার কোন এক প্রান্তের দিকে বের হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর কয়েকজন সঙ্গীও ছিলেন। সঙ্গীগণ তাঁর খাবারের জন্য দস্তরখান বিছালেন। সেই সময়ে একজন রাখাল পেরিয়ে যাচ্ছিল। ইবনে উমার ﷺ তাকে ডাকলেন, 'ওহে রাখাল! এসো-এসো, তুমি কিছু আমাদের সঙ্গে পানাহার ক'রে নাও।'

রাখাল বলল, 'আমি রোযা অবস্থায় আছি।'

ইবনে উমার ﷺ বললেন, 'এই প্রচন্ড গরমের দিনে রোযা অবস্থায় আছ? এখন তো প্রখর লু-হাওয়া বইছে। আর তুমি পাহাড়ে ছাগল চরাচ্ছ। (এই অবস্থায় রোযা রাখা তো নিজেকে কষ্টে নিক্ষেপ করা।)'

রাখাল বলল, 'জী-হ্যাঁ, আমি ঐ দিনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি, যেদিন কোন নেক আমল করার সুযোগ থাকবে না। এই জন্য পার্থিব জীবনে কিছু আমল ক'রে নিচ্ছি।'

ইবনে উমার ﷺ রাখালকে তার তাক্বওয়া ও আল্লাহ-ভীতির উপর পরীক্ষা নেওয়ার জন্যে বললেন, 'তুমি কি ছাগলের পাল থেকে একটি ছাগল বিক্রয় করতে পারবে? আমরা তোমাকে ওর নগদ মূল্য প্রদান করে দেব। উপরন্তু তোমার ইফতারের জন্য গোশ্তও দেব।'

রাখাল উত্তরে বলল, 'ছাগলগুলি তো আমার নয় যে, বিক্রয় করব; বরং এগুলি আমার মালিকের (আর আমি একজন ক্রীতদাস)। এই জন্য এতে আমি কোন রকম হস্তক্ষেপ করতে পারি না।'

ইবনে উমার ﷺ বললেন, 'তোমার মালিক যদি একটা ছাগল কম পায়, আর তুমি যদি বলো, একটা ছাগল হারিয়ে গেছে (অথবা বাঘে

খেয়ে ফেলেছে), তাহলে সে কিছু বলবে না। কারণ পাল থেকে তো দু-একটা ছাগল পাহাড়ে হারিয়েই থাকে।'

রাখাল এই কথাগুলি শুনে ইবনে উমার ﷺ-এর নিকট থেকে চলে গেল। যেতে যেতে সে তার আঙ্গুল আসমানের দিকে তুলে বলল, 'আল্লাহ কোথায় আছেন?' (অর্থাৎ, মালিক তো দেখবে ও জানবে না, কিন্তু আল্লাহ তো দেখছেন ও জানছেন।)

রাখাল যখন চলে গেল, তখন ইবনে উমার ﷺ ওর কথাটা বারংবার উচ্চারণ করতে লাগলেন। 'আল্লাহ কোথায় আছেন? আল্লাহ কোথায় আছেন?'

অতঃপর তিনি যখন মদীনায় ফিরে এলেন, তখন ঐ রাখালের মালিকের কাছে নিজের একটা লোক পাঠালেন। তার কাছ থেকে ওর ছাগলগুলি এবং রাখালকে খরীদ ক'রে নিলেন। আর ঐ রাখালকে দাসত্ব থেকে মুক্ত ক'রে দিলেন। সেই সঙ্গে ছাগলগুলিকে তাকে হেবা ক'রে দিলেন।

আমানতদার মেয়ে

একদা উমার ﷺ রাত্রিবেলায় ছদ্মবেশে শহরে ঘুরছিলেন। এক দুধ-ব্যবসায়ীর ঘর থেকে মা-বেটির আওয়াজ তাঁর কানে এল; মা মেয়েকে বলছে, 'দুধে পানি দিয়ে দে, বেশী হবে।'

মেয়ে বলছে, 'আমীরুল মু'মিনীন এক ঘোষক দ্বারা ঘোষণা করিয়েছেন যে, দুধে পানি মিশানো যাবে না।'

মা বলছে, 'এখানে না তোকে উমার দেখতে পাবে, আর না তাঁর ঘোষক।'

মেয়ে বলছে, 'না মা! লোকালয়ে যার বাধ্য, নির্জনে তার অবাধ্যতা করতে পারি না! তাঁরা দেখেননি, তাঁদের রব তো দেখছেন!'

এমন আমানতদারীর কথোপকথন শুনে খলীফা উমার ﷺ ঐ মেয়েকে নিজের পুত্রবধূ ক'রে নিলেন। আর সেই মহিলার বংশসূত্রে জন্ম নিয়েছিলেন পঞ্চম খলীফা উমার বিন আব্দুল আযীয।

আল্লাহ তো দেখছেন

একদিন শিক্ষক সকল ছাত্রদের মাঝে আপেল বিতরণ ক'রে বললেন, 'তোমরা স্কুল থেকে ফিরে গিয়ে আপেলটি এমন জায়গায় খাবে, যেখানে খাওয়া কেউ দেখতে পাবে না।'

পরদিন স্কুলে এলে শিক্ষক তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কোথায় কীভাবে আপেল খেয়েছ?'

কেউ বলল, 'আমি নির্জন বনের ভিতরে খেয়েছি।'

কেউ বলল, 'আমি জন-প্রাণীহীন ময়দানে খেয়েছি।'

কেউ বলল, 'আমি নির্জন কক্ষে দরজা বন্ধ ক'রে খেয়েছি।

কেউ বলল, 'আমি রাতের অন্ধকারে বাড়ির ছাদে গিয়ে একাকী খেয়েছি।'

কিন্তু তাদের মধ্যে একজন বলল, 'স্যার! আমি আপেল খেতে পারিনি।'

স্যার বললেন, 'তা কেন?'

সে বলল, 'যেখানে গেলাম, যে জায়গাকেই ভাবলাম, সেখানে কেউ আমার আপেল খাওয়া দেখতে পাবে না। কিন্তু সেখানেই ভাবলাম, কেউ না দেখুক, আল্লাহ তো দেখছেন। তাই আপনার নির্দেশ পালন ক'রে তা খেতে পারলাম না।'

শিক্ষক ঐ জ্ঞানী ছাত্রকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন এবং অনুরূপ সর্বদা সর্বস্থানে আল্লাহ-ভীতি রাখার ব্যাপারে তাকে উৎসাহিত করলেন।

কৃপণদের পরিণতি

মহান আল্লাহ দুনিয়াতে কোন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে পরীক্ষা ক'রে থাকেন। যেমন তিনি পূর্ব যুগের একই পরিবারের বাগানের মালিক কয়েক ভাইকে পরীক্ষা করেছেন। তাদের ছিল সুন্দর বাগান, ফলে-শস্যে পরিপূর্ণ বাগান। এই বাগানটি (ইয়ামানের) সানআ' থেকে ৬ মাইল দূরত্বে অবস্থিত ছিল। তাদের পিতা সেই বাগানের উৎপন্ন ফল-মূল থেকে গরীব মিসকীনদেরকে দান করত। কিন্তু তার মৃত্যুর পর যখন তার সন্তানরা তার উত্তরাধিকারী হল, তখন তারা বলল যে, এ থেকে আমাদের সংসারের খরচই তো কোন রকম বের হয়। তাই আমরা বাগানের উপার্জিত ফসল হতে গরীব ও অভাবীদেরকে কিরূপে দান করব? সুতরাং তারা বাগানের ফল দেখে ভুলে গেল তাদের সৃষ্টিকর্তাকে। বাগানের ফল আনতে যাওয়ার সময় ভুলে গেল আল্লাহর স্মরণ। ভুলে গেল সেই বাগানের ফসলের হকদারদের হকের কথা। ফল-ফসল কাটার সময় মিসকীনরা এসে চেয়ে-মেগে বিরক্ত করে। তাই ভাবল, তাদেরকে ফাঁকি দেবে। সুতরাং তারা শপথ করল যে, তারা ভোর-সকালে তুলে আনবে বাগানের ফল। আর তারা 'ইন শাআল্লাহ'ও বলল না! যদিও তাদের মধ্যম অথবা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আল্লাহর স্মরণ নিতে বলল।

আল্লাহর ইচ্ছায় ফল-ফসল হয়, সব কিছু ঘটে। তিনি না চাইলে ফল-ফসল হয় না, হলেও নষ্ট হয়ে যায়। পাকা ফসল ধ্বংস হয়ে যায়। তিনি না চাইলে অনেকে বাড়া ভাতও খেতে পায় না।

তাদের এই আচরণ দেখে তিনি অসন্তুষ্ট হলেন। ফলে তাঁর নিকট হতে তাদের বাগানে রাত্রিকালে এক বিপর্যয় হানা দিল, যখন তারা ঘুমিয়ে ছিল। সুতরাং তাদের বাগান ফসল-কাটা ক্ষেতের মত হয়ে গেল।

এদিকে ওরা ভোর-সকালে এক অপরকে ডাকাডাকি ক'রে বলল, 'তোমরা যদি ফল তুলতে চাও, তাহলে ভোর ভোর বাগানে চল।' অতঃপর তারা চুপিসারে কথা বলতে বলতে (পথ) চলতে শুরু করল, 'আজ যেন সেখানে তোমাদের নিকটে কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি প্রবেশ করতে না পারে। বাগানে এসে কেউ যেন কিছু চাইতে না পারে। যেমন, আমাদের বাপের যামানায় লোকেরা এসে নিজেদের অংশ নিয়ে যেত।'

সুতরাং তারা (অভাবীদেরকে) নিবৃত্ত করতে সক্ষম --এই বিশ্বাস নিয়ে প্রভাতকালে বাগানে গেল। কিন্তু তারা যখন বাগানের অবস্থা প্রত্যক্ষ করল, তখন তারা ভাবল, এটা তাদের বাগান নয়। তারা বলল, 'আমরা তো পথ হারিয়ে ফেলেছি।' অবশ্য পরক্ষণে যখন তারা চিন্তা-ভাবনা করল, তখন জানতে পারল যে, বিপদগ্রস্ত এবং বিনাশিত এই বাগানই হল আমাদের বাগান। যাকে মহান আল্লাহ আমাদের কর্মদোষে এ রকম ক'রে দিয়েছেন। তখন তারা বলল, 'বরং আমরা তো বঞ্চিত!'

সেখানে হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের মধ্যম বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলল, 'আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছ না কেন?' অথবা 'ইন শাআল্লাহ' বলছ না কেন?

সুতরাং তারা বলল, 'আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি, নিশ্চয় আমরা আমাদের আচরণে সীমালংঘনকারী ছিলাম।'

তবুও এ দুর্ঘটনার জন্য তারা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করতে লাগল। তারা আফসোস ক'রে বলল, 'হায় দুর্ভোগ আমাদের! নিশ্চয় আমরা সীমালংঘনকারী ছিলাম। আমরা আশা রাখি যে, আমাদের প্রতিপালক এর পরিবর্তে আমাদেরকে উৎকৃষ্ট বাগান দেবেন; আমরা আমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হলাম।'

সবশেষে তারা আপোসে অঙ্গীকারবদ্ধ হল যে, আল্লাহ যদি পুনরায় আমাদেরকে মাল-ধন দান করেন, তাহলে আমরা পিতার মতোই তা হতে গরীবদের অধিকার আদায় করব। আর এই জন্যই তারা লজ্জিত হয়ে তওবা ক'রে প্রতিপালকের নিকট আশার কথাও ব্যক্ত করল।

কেউ আল্লাহর ধন পেয়ে কার্পণ্য করলে শাস্তি এরূপই হয়ে থাকে। আর পরকালের শাস্তি অবশ্যই কঠিনতর।

দুই বন্ধুর ধন-জন

দুই বন্ধু ছিল। মহান আল্লাহ তাদের একজনকে দান করেছিলেন দু'টি আঙ্গুর বাগান এবং সে দু'টিকে তিনি খেজুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছিলেন। আর এই দুয়ের মধ্যবর্তী স্থানকে করেছিলেন শস্যক্ষেত্র।

উভয় বাগানই ফল দান করত এবং এতে কোন ত্রুটি করত না। আর উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে প্রবাহিত ছিল নদী। যাতে বাগানের সেচের ব্যাপারে যেন কোন বাধা সৃষ্টি না হয় অথবা বৃষ্টির পানির উপর নির্ভরশীল অঞ্চলের মত যেন বৃষ্টির মুখাপেক্ষী না হয়।

সেই বাগানের ফল-ফসলের দরুন তার প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল। অতঃপর একদিন কথা প্রসঙ্গে সে তার বন্ধুকে গর্বের সাথে বলল, 'ধন-সম্পদে তোমার তুলনায় আমি শ্রেষ্ঠ এবং জনবলে তোমার তুলনায় আমি বেশী শক্তিশালী। আমার অনেক মাল-সম্পদ। আমার অনেক সন্তান-সন্ততি ও ভৃত্য-চাকর।'

সে ব্যক্তি কেবল অহংকার ও দাম্ভিকতাতেই পতিত ছিল না, বরং তার উন্মত্ততা ও ভবিষ্যতের সৌন্দর্যময় ও সুদীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা তাকে আল্লাহর পাকড়াও এবং কুকর্মের প্রতিফল পাওয়ার ব্যাপারে একেবারে উদাসীন ক'রে রেখেছিল। এমন কি সে কিয়ামতকেও অস্বীকার করল এবং বড়ই ধৃষ্টতা প্রদর্শন ক'রে বলল, 'আমি মনে করি না যে, আমার এ বাগান কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি মনে করি না যে, কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে। আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হই-ই, তাহলে আমি অবশ্যই এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাব।' তার মানে কিয়ামত যদি সংঘটিত হয়ও, তবে সেখানেও আমার ভাগ্যে জুটবে উত্তম পরিণাম।

আসলে যার কুফ্‌রী ও অবাধ্যতা সীমা অতিক্রম ক'রে যায়, সে মাতালের মত এই ধরনের অহংকারমূলক দাবী করে।

যাই হোক উত্তরে তাকে তার বন্ধু বলল, 'তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে ও পরে বীর্য হতে এবং তারপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন মনুষ্য আকৃতিতে? সৃষ্টিকর্তার প্রতি এমন অবিশ্বাস ও অস্বীকার কোনমতেই সঠিক নয়। কিন্তু আমি বলি, তিনি আল্লাহই আমার প্রতিপালক এবং আমি কাউকেও আমার প্রতিপালকের সাথে শরীক করি না।'

অতঃপর আল্লাহর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার পদ্ধতি জানিয়ে দেওয়ার জন্য তাকে বলল যে, বাগানে প্রবেশ করার সময় অবাধ্যতা ও অহংকার প্রদর্শন না ক'রে আল্লাহর ইচ্ছাশক্তির কথা স্মরণ করলে ভালো হত। সুতরাং বলল, 'তুমি যখন ধনে ও সন্তানে তোমার তুলনায় আমাকে কম দেখলে, তখন তোমার বাগানে প্রবেশ ক'রে তুমি কেন বললে না, "আল্লাহ যা চেয়েছেন তা-ই হয়েছে; আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নেই।" তুমি আমাকে তুচ্ছ করছ? সম্ভবতঃ আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দেবেন এবং তোমার বাগানে আকাশ হতে আগুন বর্ষণ করবেন; যার ফলে তা মসৃণ ময়দানে পরিণত হবে। অথবা ওর পানি ভূ-গর্ভে অন্তর্হিত হবে এবং তুমি কখনো ওকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না।'

হলও তাই। তার অবিশ্বাস, অস্বীকার ও অহংকারের প্রতিফল দুনিয়াতেই পেয়ে গেল। সুতরাং তার বাগানের ফল-সম্পদ বিপর্যয় দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে গেল এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিল, তার জন্য হাত কচলিয়ে আক্ষেপ করতে লাগল; যখন তা মাচান সহ পড়ে গেল। সে বলতে লাগল, 'হায়! আমি যদি কাউকেও আমার প্রতিপালকের শরীক না করতাম।'

তখন আল্লাহ ব্যতীত তাকে সাহায্য করার কোন লোকজন ছিল না এবং সে নিজেও প্রতিকারে সমর্থ হল না।

আর এই ক্ষেত্রে সাহায্য করবার অধিকার সত্য আল্লাহরই। পুরস্কারদানে ও পরিণাম নির্ধারণে তিনিই শ্রেষ্ঠ।

অকৃতজ্ঞতার প্রতিফল

বনী ইস্রাঈলের মধ্যে তিন ব্যক্তি; একজন ধবলকুষ্ঠ রোগী, একজন মাথায় টাক পড়া ব্যক্তি এবং অপর আর একজন অন্ধ ব্যক্তি; এদেরকে আল্লাহর পরীক্ষা করতে ইচ্ছা করলেন এবং এক ফিরিশ্তাকে তাদের নিকট পাঠালেন। ফিরিশ্তা প্রথমে কুষ্ঠীরোগীর নিকট এসে বললেন, 'তোমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় বস্তু কী?'

সে বলল, 'উত্তম রং ও উত্তম চর্ম এবং লোকে আমাকে যার কারণে ঘৃণা করে, আমার নিকট হতে তা দূর হয়ে যাওয়া।'

ফিরিশ্তা তার গায়ে হাত বুলালেন, ফলে তার ঘৃণার জিনিস দূর হয়ে গেল এবং তাকে ভাল রং ও ভাল চর্ম দেওয়া হল। অতঃপর ফিরিশ্তা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন্ মাল তোমার নিকট অধিক প্রিয়?'

সে বলল, 'উট।'

সুতরাং তাকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী উটনী দেওয়া হল এবং ফিরিশ্তা দুআ ক'রে বললেন, 'আল্লাহ যেন তোমার এতে বর্কত দান করেন।'

অতঃপর ফিরিশ্তা টাকওয়ালার নিকট এসে বললেন, 'তোমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় বস্তু কী?'

সে বলল, 'উত্তম চুল এবং যার কারণে মানুষ আমাকে ঘৃণা করে, তা আমার নিকট হতে দূর হয়ে যাওয়া।'

ফিরিশ্তা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, যাতে তার টাক দূর হয়ে গেল এবং তাতে চুল দান করা হল। অতঃপর ফিরিশ্তা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নিকট কোন্ মাল অধিক প্রিয়?'

সে বলল, 'গরু।' সুতরাং তাকে একটা গর্ভবতী গাভী দান করা হল এবং ফিরিশ্তা দুআ ক'রে বললেন, 'আল্লাহ যেন তোমার মালে বর্কত দান করেন।'

অতঃপর ফিরিশ্তা অন্ধ ব্যক্তির নিকট এসে বললেন, 'তোমার নিকট অধিক প্রিয় বস্তু কী?'

সে উত্তরে বলল, 'আল্লাহ যেন আমার চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দেন, যাতে আমি লোকদেরকে দেখতে পাই।'

ফিরিশ্তা তার চোখের উপর হাত ফিরিয়ে দিলেন, আর আল্লাহ তাআলা তার জ্যোতি ফিরিয়ে দিলেন। অতঃপর ফিরিশ্তা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নিকট কোন্ মাল অধিক প্রিয়?'

সে বলল, 'ছাগল-ভেঁড়া।'

সুতরাং তাকে একটি আসন্ন-প্রসবা ছাগল দেওয়া হল। অতঃপর (সে দুই ব্যক্তির) উট ও গরু বাচ্চা জন্ম দিল এবং এর ছাগল ছানা প্রসব করল। ধীরে ধীরে কুষ্ঠরোগীর এক উপত্যকা ভর্তি উট, টাকওয়ালার এক উপত্যকা ভর্তি গরু এবং অন্ধের এক উপত্যকা ভর্তি ছাগল-ভেঁড়া হয়ে গেল।

অতঃপর (পরীক্ষার জন্য) সেই ফিরিশ্তা আপন পূর্ব অবয়ব ও পূর্ব বেশ ধরে সেই ধবলকুষ্ঠ রোগীর নিকট এসে বললেন, 'আমি একজন দরিদ্র মিসকীন ব্যক্তি। সফরে আমার সমস্ত সামর্থ্য নিঃশেষ হয়ে গেছে। এখন আল্লাহর মেহেরবানী অতঃপর আপনার সাহায্য ছাড়া ঘরে পৌঁছবার আমার কোন উপায় নেই। আমি আপনার নিকট সেই আল্লাহর নামে যিনি আপনাকে এই সুন্দর রং, এই সুন্দর চর্ম এবং এত সকল উট দান করেছেন একটি উট ভিক্ষা চাচ্ছি, যার দ্বারা আমি

আমার সফর হতে ঘরে পৌঁছতে পারি। (অথবা যাকে আমি আমার সফরে পাথেয় করতে পারি।)'

সে উত্তর করল, 'আমার অনেক দেয় রয়েছে (দেওয়ার মত আমার অনেক লোক আছে)।'

ফিরিশ্তা বললেন, 'মনে হয় যেন আমি তোমাকে চিনি। তুমি কি দরিদ্র কুষ্ঠরোগী ছিলে না, যাতে লোকে তোমাকে ঘৃণা করত? অতঃপর আল্লাহ তোমাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন?'

তখন সে বলল, '(বল কী?) এ সকল মাল তো আমি বংশানুক্রমে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছি।'

তখন ফিরিশ্তা বললেন, 'যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তবে আল্লাহ তোমাকে সেই অবস্থায় ফিরিয়ে দেন, যে অবস্থায় তুমি পূর্বে ছিলে।'

অতঃপর ফিরিশ্তা আপন পূর্ব আকৃতিতে টাকওয়ালার নিকট এলেন এবং তার নিকট জ্ঞাপন করলেন, যা কুষ্ঠরোগীর নিকট জ্ঞাপন করলেন। সে তার অনুরূপই উত্তর করল। ফিরিশ্তা বললেন, 'যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তবে আল্লাহ তোমাকে তোমার সেই অবস্থায় ফিরিয়ে দেন, যে অবস্থায় তুমি পূর্বে ছিলে!'

অবশেষে ফিরিশ্তা আপন পূর্ব বেশে অন্ধ ব্যক্তির নিকট এসে বললেন, 'আমি একজন দরিদ্র ও মুসাফির। সফরে আমার সম্বল ফুরিয়ে গেছে, এখন আল্লাহ অতঃপর আপনার সাহায্য ব্যতীত ঘরে পৌঁছবার আমার কোন উপায় নেই। আমি সেই আল্লাহর নামে যিনি আপনাকে আপনার চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দিয়েছেন আপনার একটি ছাগল ভিক্ষা চাচ্ছি, যার দ্বারা আমি আমার সফর হতে ঘরে পৌঁছতে পারি (অথবা সফরে পাথেয় করতে পারি।)'

সে বলল, 'সত্যই আমি অন্ধ ছিলাম। আল্লাহ আমাকে চক্ষু দান করেছেন। (এবং এই সকল মালও তাঁরই দান।) সুতরাং তুমি যা ইচ্ছা গ্রহণ কর, আর যা ইচ্ছা রেখে যাও! আল্লাহর কসম! আজ আমি তোমার (বর্জনে) প্রশংসা করব না অথবা (ফেরৎ নিয়ে) তোমাকে কষ্টে নিক্ষেপ করব না।'

তখন ফিরিশ্তা বললেন, 'তুমি তোমার মাল রেখে নাও! (আল্লাহর পক্ষ হতে) তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হল এবং তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, আর তোমার সাথীদ্বয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট।'

হারানো উট ফিরে পাওয়ার খুশি

এক মুসাফির তার উট সহ সফরে এক মারাত্মক মরুভূমিতে গিয়ে পড়লে বিশ্রামের জন্য এক গাছের নীচে ছায়ায় মাথা রেখে শোওয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়ল। এরই মধ্যে তার উটটি গায়েব হয়ে গেল। উটের উপর ছিল তার খাবার ও পানীয় সব কিছু। কিছুক্ষণ পরে জেগে উঠে দেখল তার উট গায়েব। সে এদিক-সেদিক খোঁজাখুজি শুরু করল; কিন্তু বৃথায় হয়রান হল। ক্ষুধা ও পিপাসায় যখন খুব বেশী কাতর হয়ে পড়ল, তখন ফিরে সেই গাছের নিকটে এসে আবার শোওয়া মাত্র তার চোখ লেগে গেল। কিছু পরে চোখ খুলতেই দেখতে পেল, তার সেই উট তার খাদ্য ও পানীয় সহ দাঁড়িয়ে আছে। তা দেখে সে এত খুশী হল যে, উটের লাগাম ধরে খুশীর উচ্ছ্বাসে ভুল বকে বলে উঠল, 'আল্লাহ! তুই আমার বান্দা। আর আমি তোর রব!'

হারিয়ে যাওয়া বা পালিয়ে যাওয়া বান্দা ফিরে এলে অর্থাৎ, তওবা করলে আল্লাহ ঐ হারিয়ে যাওয়া উট-ওয়ালা অপেক্ষা অধিক খুশী হন!

হারিয়ে যাওয়া বা পালিয়ে যাওয়া দাস যদি ফিরে আসে, তাহলে খুশীর কথাই বটে। মহান আল্লাহর তাতে যদিও কোন লাভ বা উপকার নেই, তবুও তিনি তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যে খুশী হন। তওবার ফলে তিনি এত খুশী হন, এত খুশী হন যে, তার উদাহরণ এটাই।

সৎকাজে প্রতিযোগিতা

একদা মুহাজেরীনদের একটি গরীবের দল আল্লাহর নবী ﷺ-এর কাছে নিবেদন ক'রে বলল, 'ধনীরা (বেহেশ্তের) সমস্ত উঁচু উঁচু মর্যাদা ও স্থায়ী সম্পদের মালিক হয়ে গেল। কারণ, তারা নামায পড়ে যেমন আমরা পড়ি, রোযা রাখে যেমন আমরা রাখি, কিন্তু তারা দান করে আমরা করতে পারি না, দাস মুক্ত করে আমরা করতে পারি না। (এখন তাদের সমান সওয়াব লাভের কৌশল আমাদেরকে বলে দিন।)' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "আমি কি তোমাদেরকে এমন আমলের কথা বলে দেব না, যাতে তোমরা প্রতিযোগিতায় অগ্রণী লোকদের সমান হতে পার, তোমাদের পশ্চাদ্‌বর্তী লোকদের আগে আগে থাকতে পার এবং অনুরূপ আমল যে করে সে ছাড়া তোমাদের থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ হতে না পারে?" সকলে বলল, 'অবশ্যই বলে দিন, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "তোমরা প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার ক'রে তাসবীহ, তাহমীদ ও তাকবীর পাঠ করবে।" (মুহাজেরীনরা খোশ হয়ে ফিরে গেলেন। ওদিকে ধনীরা এ খবর জানতে পেরে তারাও এ আমল শুরু ক'রে দিল।) মুহাজেরীনরা ফিরে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের ধনী ভায়েরা এ খবর শুনে তারাও আমাদের মত আমল করতে শুরু ক'রে দিয়েছে। (অতএব আমরা আবার পিছে

থেকে যাব।) মহানবী ﷺ বললেন, “এ হল আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ ক'রে থাকেন। (এতে তোমাদের করার কিছু নেই।)

বদান্যতায় প্রতিযোগিতা

একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদেরকে সাদকাহ করার জন্য নির্দেশ দিলেন। উমার বিন খাত্ত্বাব ﷺ বলেন, 'আমার কাছে সে সময় মাল-ধন ভালই মওজুদ ছিল। আমি মনে মনে বললাম, আজ আমি আবু বাক্র থেকে দানে অগ্রসর হব। আমি কোন দিন ওঁর থেকে অগ্রসর হতে পারি না। (আজ সুযোগ পেয়েছি ওঁকে দানে হারিয়ে দেব। কারণ, আজ আমার মাল-ধন তাঁর থেকে বেশী আছে)।'

সুতরাং তিনি ঐ উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর বাড়ীর অর্ধেক মাল মহানবী ﷺ-এর খিদমতে এনে হাযির করলেন। তা দেখে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “বাড়ীতে তোমার পরিবারের জন্য কী অবশিষ্ট রেখে এসেছ?”

উত্তরে উমার ﷺ বললেন, 'বাড়ীর জন্য যতটা দেখছেন, অতটাই রেখে এসেছি।'

আর সেদিন আবূ বাক্র সিদ্দীক ﷺ বাড়ীতে যা কিছু মাল-ধন ছিল, যথাসর্বস্ব নবী ﷺ-এর খিদমতে এনে হাযির করলেন। নবী ﷺ তা দেখে বললেন, “তোমার পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছ?”

উত্তরে তিনি বললেন, 'আমার পরিবারের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে রেখে এসেছি!'

তিনি উত্তরে বললেন না যে, আমি বাড়ীর সমস্ত কিছু এনে হাযির করেছি। এটা বললে হয়তো অহংকার বা লোক দেখানো ঘটনা হয়ে যাবার আশংকা থাকত। তাই বিনয়ের সঙ্গে বলতে চেয়েছেন, আমার

বাড়ীর জন্য আর কিছুই নেই। আল্লাহ ও তদীয় রসূলের সন্তুষ্টি রেখে এসেছি।

হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক ﷺ-এর উত্তর শুনে হযরত উমার ﷺ বললেন, 'আজ থেকে আমি মনে মনে স্বীকার করলাম যে, আর কোন দিন তাঁর কাছে আমার জিতবার কখনই সুযোগ হবে না। কারণ (আজই শেষ চেষ্টা ছিল তাঁর কাছে জিতার! কিন্তু আজও আমি তাঁর কাছে পরাজিত হলাম।'

রসূল ﷺ-কে গালি দেওয়ার প্রতিবাদে প্রতিযোগিতা

আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ বলেন, বদর যুদ্ধের সারিতে আমি দাঁড়িয়েছিলাম, এমন সময় দুই আনসারী তরুণকে আমার ডানে-বামে লক্ষ্য করলাম। ওদের একজন ইঙ্গিতে আমাকে বলল, 'চাচা! আপনি কি আবূ জাহলকে চেনেন?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। কিন্তু তার সাথে তোমার কী দরকার?'

সে বলল, 'আমি শুনেছি যে, সে আল্লাহর রসূল ﷺ-কে গালি দেয়! সেই সত্তার কসম! আমি যদি তাকে দেখতে পাই, তাহলে তার পিছন ছাড়ব না; যতক্ষণ না আমাদের দুজনের মধ্যে একজন সত্বর মরণ বরণ করবে।'

এ কথা শুনে আমি অবাক হলাম। একটু পরে দ্বিতীয়জন একই পদ্ধতিতে ঐ একই কথা বলল। অকস্মাৎ আবূ জাহলকে লোকেদের মাঝে চলতে দেখলাম। আমি বললাম, 'তোমরা দেখছ? ঐ হচ্ছে সেই লোক যার ব্যাপারে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলে।'

শোনামাত্র উভয়ে তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করে ফেলল। তারপর আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে এসে উভয়েই একবাক্যে বলল, 'আবূ জাহলকে হত্যা করা হয়েছে।'

নবী ﷺ বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছে?'

উভয়েই বলল, 'আমি হত্যা করেছি।'

তিনি বললেন, 'তোমরা কি তোমাদের তরবারি মুছে ফেলেছ?'

তারা বলল, 'জী না।'

আল্লাহর নবী ﷺ তা দেখে বললেন, 'তোমরা উভয়েই তাকে হত্যা করেছ।'

শহীদ হতে প্রতিযোগিতা (১)

বদর যুদ্ধে যখন মক্কার মুশরিকরা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে তরবারি দিয়ে শেষ করে দিবার ইচ্ছায় অগ্রসর হয়েছিল, তখন রসূলে আকরাম ﷺ নিজের সাহাবীদেরকে বলেছিলেন, "তোমরা সেই জান্নাতের দিকে উঠে দাঁড়াও, যার প্রস্থ্য আসমান ও যমীন সমতুল্য।"

এ কথা শোনামাত্র সাহাবী উমাইর বিন হুমাম আনসারী ؓ বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রসূল! শহীদ হওয়ার বিনিময়ে আসমান ও যমীনের প্রস্থ্য সমতুল্য কি জান্নাত? রসূলে আকরাম ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ।' উমাইর বিন হুমাম বললেন, 'বাহ্ বাহ্!'

রসূলে আকরাম ﷺ বললেন, "'বাহ-বাহ্' বলার জন্য তোমাকে কী জিনিস উৎসাহিত করছে?"

উমাইর বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর ক্বসম! আমি এ কথা জান্নাতের আশায় বলেছি।'

রসূল ﷺ বললেন, "নিশ্চয় তুমি জান্নাতবাসীদের মধ্যে গণ্য।"

উমাইর বিন হুমাম তীরদান থেকে কয়েকটি খেজুর বের ক'রে খেতে লাগলেন। অতঃপর শহীদ হওয়ার অদম্য ইচ্ছায় বলতে লাগলেন, 'আমি যদি এই খেজুরগুলি খাওয়া পর্যন্ত জীবিত থাকি, তাহলে তো জীবন লম্বা হয়ে যাবে।'

সুতরাং তিনি সমস্ত খেজুর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং ময়দানে অগ্রসর হলেন। পালোয়ানের মত বীর-বিক্রমে লড়াই ক'রে শহীদ হয়ে গেলেন।

শহীদ হতে প্রতিযোগিতা (২)

বদর যুদ্ধের পূর্বে নবী ﷺ যখন যোদ্ধা নির্বাচন করছিলেন, তখন উমাইর বিন আবী অক্কাস লুকিয়ে লুকিয়ে থাকছিলেন। তাঁর ভাই সা'দ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার তোমার?' তিনি বললেন, 'আমার ভয় হচ্ছে যে, আমি ছোট বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ফিরিয়ে দেবেন। অথচ আমি আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে শহীদ হতে চাই।'

অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দৈর্ঘ্য দেখলেন, তখন তিনি পায়ের গোড়ালি তুলে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে লম্বা প্রমাণ করতে চাইলেন। অবশেষে তিনি যখন তাঁকে ফিরে যেতে বললেন, তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর নবী ﷺ তাঁর কাঁদা দেখে তাঁকে বদর যেতে অনুমতি দিলেন। আর সেখানে গিয়ে যুদ্ধে তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ষোল বছর।

জিহাদে যেতে প্রতিযোগিতা

উহুদ যুদ্ধের দিন ঐভাবে সৈন্য নির্বাচনের সময় ছোট-বড় দেখা হচ্ছিল। অনেককেই ছোট বলে ফিরিয়ে দেওয়া হল। তাঁদের মধ্যে

রাফে' বিন খাদীজ ও সামুরাহ বিন জুন্দুব ছিলেন। পরবর্তীতে রাফে'কে অনুমতি দেওয়া হল; কারণ তিনি তীরন্দাজ ছিলেন। তা দেখে সামুরাহ কাঁদতে লাগলেন। (হ্যাঁ, মরণের জন্য কাঁদতে লাগলেন!) অতঃপর তিনি তাঁর সৎবাপের কাছে অভিযোগ ক'রে বললেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ রাফে'কে অনুমতি দিলেন, আর আমাকে দিলেন না। অথচ আমি ওকে কুশতি লড়াইয়ে হারিয়ে দিতে পারব।' এ খবর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌছলে তিনি উভয়কে কুশতি লড়তে আদেশ দিলেন। অতঃপর সত্যিসত্যিই সামুরাহ তাতে বিজয়ী হলেন এবং তিনি তাঁকেও যুদ্ধে অনুমতি দিয়ে দিলেন।

যে কাজে আল্লাহ বিস্মিত

একদা এক ব্যক্তি মহানবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'আমি ক্ষুধায় কাতর হয়ে গেছি।' (আমার খাবারের ব্যবস্থা করুন।)

সুতরাং আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর কোন স্ত্রীর নিকট এক মেহমানের মেহমানির সংবাদ পাঠালেন। তিনি বললেন, 'সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যের সঙ্গে পাঠিয়েছেন! আমার কাছে পানি ছাড়া অন্য কিছুই নেই।'

অতঃপর অন্য স্ত্রীর নিকট পাঠালেন। তিনিও অনুরূপ কথা বললেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত সকল (স্ত্রী)ই ঐ একই কথা বললেন, 'সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যের সাথে পাঠিয়েছেন! আমার কাছে পানি ছাড়া কোন কিছুই নেই।'

সুতরাং নবী ﷺ সাহাবাগণকে বললেন, "আজকের রাতে কে একে মেহমান হিসাবে গ্রহণ করবে?"

সাহাবী আবূ তালহা আনসারী বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি

একে মেহমান হিসাবে গ্রহণ করব।'

সুতরাং তিনি তাকে সাথে ক'রে নিজ গৃহে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বললেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মেহমানের খাতির কর। তোমার নিকট কোন খাবার আছে কি?'

স্ত্রী বললেন, 'না, কেবলমাত্র বাচ্চাদের খাবার আছে।'

তিনি বললেন, 'কোন জিনিস দ্বারা তাদেরকে ভুলিয়ে রাখবে এবং তারা যখন রাত্রে খাবার চাইবে, তখন তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। অতঃপর যখন আমাদের মেহমান (ঘরে) প্রবেশ করবে, তখন বাতি নিভিয়ে দেবে এবং তাকে বুঝাবে যে, আমরাও খাচ্ছি!'

সুতরাং তাঁরা পরিকল্পনা মোতাবেক সকলেই খাওয়ার জন্য বসে গেলেন; মেহমান খাবার খেল এবং তাঁরা দু'জনে উপবাসে রাত কাটিয়ে দিলেন। অতঃপর যখন তিনি সকালে নবী ﷺ-এর নিকট গেলেন, তখন তিনি বললেন, "তোমাদের দু'জনের আজকের রাতে নিজ মেহমানের সাথে তোমাদের ব্যবহারে আল্লাহ বিস্মিত হয়েছেন!"

মেহমানের খাতির

মসজিদে নববীতে একটি ছাউনিবিশিষ্ট ঘর ছিল। সেখানে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর তত্ত্বাবধানে কিছু সাহাবা আশ্রয় গ্রহণ করতেন ও বসবাস করতেন। তাঁদেরকে 'আসহাবে সুফ্‌ফাহ' বলা হতো। তাঁরা নিতান্ত গরীব মানুষ ছিলেন। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যার কাছে দু'জনের আহার আছে সে যেন (তাদের মধ্য থেকে) তৃতীয় জনকে সাথে নিয়ে যায়। আর যার নিকট চারজনের আহারের অবস্থা আছে, সে যেন পঞ্চম অথবা ষষ্ঠজনকে সাথে নিয়ে যায়।"

আবূ বাক্‌র সিদ্দীক ﷺ তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে এলেন এবং

রাসূলুল্লাহ ﷺ দশজনকে সাথে নিয়ে গেলেন।

আবূ বাক্‌র নিজ পুত্র আব্দুর রহমানকে বললেন, 'তোমার মেহমান নাও। (তুমি তাদের খাতির কর) আমি নবী ﷺ-এর নিকট যাচ্ছি। আমার ফিরে আসার আগে আগেই তুমি (খাইয়ে) তাঁদের খাতির সম্পন্ন করো।' আবূ বাক্‌র ﷺ ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরেই রাতের আহার করলেন এবং এশার নামায পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করলেন। এশার নামাযের পর তিনি পুনরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরে ফিরে এলেন এবং আল্লাহর ইচ্ছামত রাতের কিছু সময় সেখানে অতিবাহিত করলেন।

এদিকে আব্দুর রহমান বাড়িতে যে খাবার ছিল, তা নিয়ে তাঁদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'আপনারা খান।'

কিন্তু মেহমানরা বললেন, 'আমাদের বাড়ি-ওয়ালা কোথায়?'

তিনি বললেন, 'আপনারা খান।'

তাঁরা বললেন, 'আমাদের বাড়ি-ওয়ালা না আসা পর্যন্ত আমরা খাব না।'

আব্দুর রহমান বললেন, 'আপনারা আমাদের তরফ থেকে মেহমান-নেওয়াযী গ্রহণ করুন। কারণ তিনি এসে যদি দেখেন যে, আপনারা খাননি, তাহলে অবশ্যই আমরা তাঁর নিকট থেকে (বড় ভর্ৎসনা) পাব।'

কিন্তু তাঁরা কোনমতেই (খেতে) সম্মত হলেন না।

(আব্দুর রহমান বলেন,) তখন আমি বুঝে নিলাম যে, আব্বা আমার উপর খাপ্পা হবেন।

ক্ষণকাল পর আবু বাক্‌র বাড়ি ফিরলে তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, 'বাইরে কিসে আপনাকে আটকে রেখেছিল?'

তিনি বললেন, 'তুমি এখনো মেহমানদেরকে খাবার দাওনি?'

স্ত্রী বললেন, 'আপনি না আসা পর্যন্ত তাঁরা খেতে রাজি হলেন না। তাঁদের সামনে খাবার দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা তা খাননি।'

আব্দুর রহমান ভয়ে বাড়ির কোন অংশে লুকিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, 'আরে কী করেছ তোমরা?'

অতঃপর তিনি ডাক দিলেন, 'আব্দুর রহমান!'

আব্দুর রহমান নিরুত্তর থাকলেন। তিনি আবার ডাক দিলেন, 'আব্দুর রহমান?'

কিন্তু তখনও তিনি নীরব থাকলেন। তারপর আবার বললেন, 'এ বেওকুফ! আমি তোমাকে কসম দিচ্ছি, যদি তুমি আমার ডাক শুনতে পাচ্ছ, তাহলে এসে যাও।' অতঃপর 'নাককাটা' ইত্যাদি বলে গালাগালি করলেন।

(আব্দুর রহমান বলেন,) তখন আমি (বাধ্য হয়ে) বের হয়ে এলাম। বললাম, 'আপনি আপনার মেহমানদেরকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখুন, (আমি তাঁদেরকে খেতে দিয়েছিলাম কি না?)'

তাঁরা বললেন, 'ও সত্যই বলেছে। ও আমাদের কাছে খাবার নিয়ে এসেছিল। (আমরাই আপনার অপেক্ষায় খাইনি।)'

আবূ বাক্‌র ﷺ বললেন, 'তোমরা আমার অপেক্ষা ক'রে বসে আছ। কিন্তু আল্লাহর কসম! আজ রাতে আমি আহার করব না।'

তা দেখে তাঁর স্ত্রীও 'খাবেন না' বলে কসম করলেন।

মেহমানরা বললেন, 'আল্লাহর কসম! আপনি না খাওয়া পর্যন্ত আমরাও খাব না।'

তিনি বললেন, 'ধিক্কার তোমাদের প্রতি! তোমাদের কী হয়েছে যে, আমাদের পক্ষ থেকে মেহমান-নেওয়াযী গ্রহণ করবে না?'

(অতঃপর ছেলের উদ্দেশ্য বললেন,) 'নিয়ে এস তোমার খাবার।'

সুতরাং তিনি খাবার নিয়ে এলে আবূ বাক্র তাতে হাত রেখে বললেন, 'বিস্‌মিল্লাহ। রাগের অবস্থায় কসম ছিল শয়তানের পক্ষ থেকে।'

অতঃপর তিনি খেতে লাগলেন এবং মেহমানরাও আহার করতে শুরু করলেন।

আব্দুর রহমান ﷺ বলেন, 'আল্লাহর কসম! আমরা লুকমা (খাদ্যগ্রাস) উঠিয়ে নিতেই নীচ থেকে তা অধিক পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছিল। সকলেই পেট ভরে খেলেন। অথচ পূর্বের চেয়ে বেশি খাবার রয়ে গেল।'

পরিশেষে অতিরিক্ত খাবার নবী ﷺ-এর দরবারে পাঠিয়ে দিলেন। তিনিও তা হতে খেলেন।

তিনি বলেন, 'এদিকে আমাদের এবং অন্য একটি গোত্রের মাঝে যে চুক্তি ছিল তার সময়সীমা পূর্ণ হয়ে যায়। (এবং তারা মদীনায় আসে।) অতঃপর আমরা তাদেরকে তাদের বারো জনের নেতৃত্বে ভাগ ক'রে দিই। প্রত্যেকের সাথেই কিছু কিছু লোক ছিল। তবে প্রত্যেকের সাথে কতজন ছিল তা আল্লাহই বেশি জানেন। তারা সকলেই সেই খাদ্য আহার করল।'

এক পরহেযগার যুবক

পথ চলতে একটি যুবক বড় ক্ষুধার্ত ছিল। নদীতে নেমে উযূ করতে গিয়ে দেখতে পেল, একটি আপেল পানিতে ভেসে আসছে। সেটিকে তুলে সে খেয়ে ফেলল। কিন্তু পরক্ষণে তার বিবেক তাকে কামড় দিতে লাগল। ভাবল, এ আপেল তো কোন বাগান মালিকের। তার অনুমতি ছাড়া কেন সে খেয়ে ফেলল। কোন মুসলিমের মাল তার অনুমতি ছাড়া

ভক্ষণ করা তো বৈধ নয়। সুতরাং সে নদীর উজান পথে চলতে শুরু করল। নিশ্চয় নদীর ধারে অবস্থিত কোন বাগান থেকে ঐ আপেলটি ভেসে এসেছে।

চলতে চলতে একটি বাগান দৃষ্ট হল। সেখানে প্রবেশ ক'রে মালিকের কাছে ওযর পেশ ক'রে বলল, 'জী! আমি আপনার বিনা অনুমতিতে আপনার বাগানের একটি আপেল খেয়ে ফেলেছি। তার জন্য আমি আপনার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী!'

বাগানের মালিকও পরহেযগার মানুষ। কিন্তু যুবকের এ পরহেযগারি দেখে সে বড় অবাক হল। প্রকৃতিগতভাবে সে যুবককে ভালোবেসে ফেলল। ক্ষণকাল নীরব থেকে মালিক বলল, 'তুমি আমার বিনা অনুমতিতে আমার বাগানের আপেল খেয়েছ, আর আমি তোমাকে ক্ষমা করব? কক্ষনো না। আমি কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করব!'

যুবক আরো ভয় পেয়ে গেল। সে বারবার ক্ষমা চাইতে লাগল। কিন্তু মালিক ক্ষমা না ক'রে নিজ বাসায় প্রবেশ করল। অতঃপর নামাযের জন্য বের হয়ে দেখল, সে তখনও বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে আছে!

দেখা হতেই যুবক বলল, 'চাচাজী! আপনি আমার কাছে আপেলের দাম নিতে পারেন। কিন্তু আমার কাছে তো কোন দীনার-দিরহাম নেই। তার পরিবর্তে আমি আপনার বাগানে কাজ ক'রে দিতে পারি।

মালিক তার আচরণে মুগ্ধ হয়ে বলল, 'আমি শর্তসাপেক্ষে তোমাকে ক্ষমা করতে পারি।'

---বলুন কী শর্ত। ক্ষমা পাওয়ার জন্য আমি আপনার যে কোন শর্ত মেনে নিতে রাজি আছি।

---আমার একটা মেয়ে আছে, যে চোখে দেখে না, কানে শোনে না, মুখে বলে না এবং পায়ে হাঁটে না। তাকে তোমাকে বিয়ে করতে হবে।

যুবক মনে মনে ভাবল, এমন মেয়ে বিয়ে ক'রে তার লাভ কী? যাকে বিছানায় বসে খাওয়াতে হবে। তবুও শর্ত মানতে রাজি যখন হয়েছে, তখন তা করতেই হবে। সে বলল, 'আমি রাজি আছি।'

বিয়ের দিন হয়ে গেল। যুবক উপস্থিত হল, কিন্তু তার মনে কোন খুশির ঝিলিক ছিল না। বিয়ে হয়েও গেল।

বাসর রাতে কক্ষে প্রবেশ করতেই সে ঝিলিক তার মনের আকাশকে উজ্জ্বল ক'রে তুলল। তার স্ত্রী দরজার কাছে উঠে এসে তাকে সালাম দিল। কোন ত্রুটি নেই তার দেহাঙ্গে।

সে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কোন ত্রুটি নেই। তাহলে তোমার আব্বা আমাকে মিথ্যা বললেন কেন?'

স্ত্রী বলল, 'আপনাকে অবাক করার জন্য। আর উনি মিথ্যা তো বলেননি। বাস্তবেই আমি কোন হারাম জিনিস চোখে দেখি না, কোন হারাম জিনিস কানে শুনি না, কোন হারাম কথা মুখে বলি না এবং কোন হারাম পথে পায়ে হাঁটি না। আমার আব্বা আমার উপযুক্ত বর খুঁজছিলেন। অতঃপর আপনি যখন একটি আপেল খেয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে এলেন, তখন তিনি ভাবলেন, যে যুবক অনুমতি ছাড়া পরের একটা আপেল খেয়ে আল্লাহকে এত ভয় করতে পারে, সে যুবক নিশ্চয় আমার মেয়ের ব্যাপারে অধিক ভয় করবে। তাই তিনি প্রস্তাব দিয়ে এই বিয়ে ঠিক করেছিলেন।'

বড় ভাগ্যবান সে যুবক, বড় ভাগ্যবতী সে যুবতী। কিছু দিন পর তাদের একটি সন্তান হল। তোমরা জানো কি, সে সন্তানের নাম কী। নু'মান, আবূ হানীফা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)।

বিনয়ের নমুনা

একদা রাত্রে উমার বিন আব্দুল আযীযের নিকট এক মেহমান ছিল। তিনি কিছু লিখছিলেন। এমন সময় তেলের বাতি নিভুনিভু হল। মেহমানটি বলল, 'বাতিটা ঠিক ক'রে দিই।'

তিনি বললেন, 'মেহমানকে কাজে লাগানো বা মেহমানের নিকট থেকে খিদমত নেওয়া আতিথেয়তা-বিরোধী।'

মেহমান বলল, 'তাহলে চাকরকে জাগিয়ে দিই।'

তিনি বললেন, 'ও এই মাত্র প্রথম ঘুমিয়েছে, ওকে জাগাও না।'

অতঃপর তিনি নিজে উঠে গিয়ে বাতিতে তেল ভরে তা ঠিক ক'রে আনলেন।

মেহমানটি বলল, 'আপনি নিজে কষ্ট করলেন, হে আমীরুল মু'মেনীন!'

তিনি উত্তরে বললেন, '(তেল ভরতে) গেলাম, তখন আমি উমার ছিলাম, আর এলাম তখনও উমার। আমার মধ্যে কিছুই কমে যায়নি। পরন্তু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সেই, যে আল্লাহর কাছে বিনয়ী।'

রাষ্ট্রনেতা হলে এমন

একদা উমার বিন আব্দুল আযীযকে দেখা গেল, তিনি রোদে বসে আছেন। জিজ্ঞাসা করা হল, 'আপনি কি অসুস্থ?

তিনি বললেন, 'না, আমি আমার (পরিহিত) কাপড় শুকাচ্ছি!'

প্রশ্নকারী অবাক হয়ে বলল, 'আপনার পোশাক কী, হে আমীরুল মু'মিনীন!'

তিনি বললেন, 'লুঙ্গি, কামীস ও চাদর।'

প্রশ্নকারী বলল, 'আর একটি ক'রে লুঙ্গি, কামীস ও চাদর গ্রহণ করেন না কেন?'

তিনি বললেন, 'ছিল, পুরনো হয়ে নষ্ট হয়ে গেছে।'

প্রশ্নকারী বলল, 'অন্যও তো গ্রহণ করতে পারেন?'

এ কথা শুনে তিনি মাথা নিচু ক'রে কেঁদে ফেললেন এবং কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করলেন---যার অর্থ, এ পরলোকের আবাস; যা আমি নির্ধারিত করি তাদেরই জন্য যারা এ পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। আর সাবধানীদের জন্য শুভ পরিণাম। (ক্বাস্বাস্ব ঃ ৮৩)

হারানো মুদ্রা-কলস

এক ব্যক্তি লম্বা সফরে বিদেশে গিয়েছিল। তখনকার যুগে কোন ব্যাংক ছিল না। সুতরাং জমানো স্বর্ণ বা রৌপ্য-মুদ্রা কলসে ভরে মাটিতে পুঁতে গোপন রাখতে হতো। সে তাই করেছিল। তার বাড়ির বাগানের একটি জায়গায় মুদ্রার কলসটি পুঁতে রেখেছিল। কিন্তু বহুদিন পর ফিরে এসে সেই জায়গাটি আর মনে পড়ছিল না। তার উপার্জিত ধন হারিয়ে যাবে, তা কীভাবে হয়? তার চলবে কীভাবে?

সুতরাং সে এক সময় ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)এর নিকট কোন ব্যবস্থা নিতে উপস্থিত হল। যদিও এটি কোন দ্বীনী মসলা ছিল না, তবুও জ্ঞানী ভক্তিভাজনের কাছে দুনিয়াবী সমস্যার কথাও জানানো হয়।

সে বলল, 'জনাব! আমি আমার মুদ্রার কলসটি কোথায় পুঁতে রেখেছি, তা মনে পড়ছে না। এখন আমি কী করতে পারি?'

বিচক্ষণ ইমাম চট্ ক'রে বললেন, 'তুমি আজ সারা রাত নামায পড়ো।'

লোকটি অবাক হয়ে বলল, 'জনাব! মুদ্রার কলসের সাথে নামাযের কী সম্পর্ক?'

তিনি বললেন, 'আমি যা বললাম, তাই করো। তারপর সকালে এসে ফলাফল বলো।'

লোকটি নিরাশ মনেও আশাবাদী হয়ে ফিরে গেল। এশার নামাযের পর শুরু করল নফল নামায পড়তে। কিন্তু কী আশ্চর্য! এক রাকআত শেষ হতে না হতেই তার সেই জায়গাটির কথা মনে পড়ে গেল, যেখানে সে কলসটি পুঁতে রেখেছিল। সুতরাং দু'রাকআত কোন রকমভাবে শেষ ক'রে কোদাল নিয়ে ছুটল সেই জায়গার দিকে। কিছু খুঁড়তেই বের হয়ে এল মুদ্রার সেই কলস! সে যে কী খুশি! তাকে আর নামায পড়তে হল না।

লোকটা বড় অবাক হল, নামাযের এত বড় ক্ষমতা? ফজরের নামায পড়েই সে ইমাম সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রে বলল, 'দারুন প্রেসক্রিপশন হুযুর! এক রাকআত শেষ না হতেই মনে পড়ে গেল!'

ইমাম সাহেব বললেন, 'আমি জানতাম, শয়তান তোমাকে সারা রাত নামায পড়তে দেবে না।'

তার মানে শয়তান জরুরী জিনিস ভুলিয়ে দেয়, যাতে মানুষের ক্ষতি হয়, আবার জরুরী জিনিস মনেও পড়িয়ে দেয়, যদি তার মাধ্যমে মানুষের অধিকতর বড় ক্ষতি হয়। সে অনেক সময় মানুষের উপকার করে, কিন্তু তা কেবল তার ক্ষতি করার জন্য। এই জন্য নামাযের মধ্যে অনেক বিস্মৃত কথা সে মনে পড়িয়ে দেয়।

শয়তানের কাজ

এক ছাত্র তার উস্তাদকে জিজ্ঞাসা করল, 'হযরত! শয়তানের কাজ কেমন?'

উস্তাদ বললেন, 'শয়তানের কাজ ছোট্ট কিছু লাগিয়ে দেওয়া।'

---জী! বুঝলাম না।

---সে সামান্য কিছু দিয়ে লাগিয়ে দেয়। অতঃপর তার থেকে শুরু হয় বিরাট হাঙ্গামা। যেমন ছোট্ট একটি অঙ্গার টুকরা একটি গ্রাম বা শহর বা বিরাট জঙ্গলকে ছারখার করতে পারে, তেমনি শয়তানের সামান্য চক্রান্তও বিরাট ধ্বংস-লীলা আনতে পারে। চল মিষ্টির দোকানে গিয়ে তোমাকে শয়তানের লীলা দেখাই।

উস্তাদ-ছাত্র মিলে একটি মিষ্টির দোকানে বসে মিষ্টি খেতে লাগল। খেতে খেতে উস্তাদ মিষ্টির একটু রস লাগিয়ে দিলেন দেওয়ালে। ক্ষণেক পর ঐ রসে কিছু মাছি এসে বসল। তা দেখে টিকটিকি এল মাছি ধরতে। ইত্যবসরে এক ক্রেতার পোষা কুকুর সেই টিকটিকিকে ধরতে লাফ মারল। কিন্তু ঘুরে পড়ে গেল মিষ্টির গামলায়। তা দেখে ময়রা চিৎকার করে কুকুরটিকে মারতে শুরু করল। তা দেখে কুকুর-ওয়ালা বাধা দিলে বাগ্‌বিতন্ডা হতে হতে হাতাহাতি, লাঠালাঠি ও শেষে থানা-পুলিস হয়ে গেল।

বলা বাহুল্য, দেওয়ালে মিষ্টির রস লাগানোর মত ছোট্ট কাজ ঐ শয়তানের। কিন্তু জ্ঞানীরা যদি ধৈর্যের সাথে শুরুতেই শয়তানের চক্রান্তকে প্রতিহত করে, তাহলে এত বাড়াবাড়ি আর হয় না।

লোকের সমালোচনা

একদা লোকমান হাকীম তাঁর পুত্র সহ একটি গাধার পিঠে চড়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে কতক লোক বলতে লাগল, 'লোকটা কত নিষ্ঠুর! একটি গাধার পিঠে দু' দু'টো লোক!'

এ কথা শুনে হাকীম নেমে হাঁটতে লাগলেন। কিছু দূর পরে আরো কিছু লোক তাঁদেরকে দেখে বলে উঠল, 'ছেলেটি কত বড় বেআদব! বুড়োটাকে হাঁটিয়ে নিজে সওয়ার হয়ে যাচ্ছে!'

এ কথা শুনে ছেলেটি নেমে এল এবং হাকীম সওয়ার হলেন। আরো কিছু দূর পর কিছু লোক বলতে লাগল, 'বুড়োটির কী আক্কেল! নিজে গাধার পিঠে চড়ে বাচ্চাটিকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে!'

এ কথা শুনে তিনিও গাধার পিঠ থেকে নেমে হাঁটতে লাগলেন। কিছু পরে আরো কিছু লোক সমালোচনার সুরে বলল, 'লোক দু'টো কী বোকা! সঙ্গে সওয়ার থাকতে পায়ে হেঁটে পথ চলছে!'

এ বারে হাকীম তাঁর ছেলেকে বললেন, 'দেখলে বাবা! তুমি চাপলেও দোষ, আমি চাপলেও দোষ, দু'জনে চড়লেও দোষ, কেউ না চড়লেও দোষ। সুতরাং দুনিয়ার কাজে তুমি কারো সমালোচনায় কর্ণপাত করো না।' কারণ, লোকের খোঁটা থেকে বাঁচা কঠিন। নিজের বিবেকে কাজ ক'রে যাওয়া উচিত। হাথী চলতা রহেগা, কুত্তা ভুঁক্‌তা রহেগা।

কুয়াতে বিড়াল মরা

এক ব্যক্তির বাড়ির কুয়াতে বিড়াল পড়ে মারা গেছে। তা কেউ খেয়াল করেনি। দু-তিন দিনের ভিতরে পানিতে গন্ধ সৃষ্টি হল। লোকটি

ফতোয়া নিতে ছুটল ইমাম সাহেবের কাছে। বলল, 'হুযুর! আমার বাড়ির কুয়াতে বিড়াল পড়ে মারা গেছে, পানিতে দুর্গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। এখন তাতে উযূ-গোসল হবে কি?'

হুযুর বললেন, 'না। ও পানি নাপাক হয়ে গেছে।'

---তাহলে উপায়?

---উপায়, চল্লিশ বালতি পানি তুলে ফেলতে হবে।

---তাহলে কুয়ার পানি পাক হয়ে যাবে?

---তাই তো হওয়ার কথা।

লোকটি বাড়ি ফিরে চল্লিশ বালতি পানি তুলে ফেলল। কিন্তু পানির দুর্গন্ধ দূর হল না। হুযুর কি ফতোয়া ভুল দিলেন নাকি? পরদিন সে আবার হুযুরের কাছে গেল এবং অবস্থা খুলে বলল। হুযুর বললেন, 'আবার চল্লিশ বালতি পানি তুলে ফেলতে হবে, তাহলে পাক হয়ে যাবে।'

লোকটি বাড়ি ফিরে তাই করল। কিন্তু যথা পূর্বং, তথা পরম্। সেই একই দুর্গন্ধ; বরং তার থেকেও বেশি। পরদিন আবার গেল হুযুরের কাছে। বলল, 'কেমন ফতোয়া হুযুর? পানির দুর্গন্ধ বেড়ে যায় বৈ কমে না!'

হুযুর বললেন, 'আপনার বালতি ছোট না বড়?'

---বড় বালতি।

---গুনতে ভুল হয় না তো?

---মোটেই না। আমি তুলি, আমার স্ত্রী গনে।

---ঠিক আছে, আরও চল্লিশ বালতি পানি তুলে ফেলে দিন। এবার আশা করি পানি পাক হয়ে যাবে।

লোকটি তাই করল। কিন্তু কোন ফায়দা দেখল না। হুজুরের কাছে এসে বিরক্তি-সুরে বলল, 'কোন লাভ নেই হুযুর! আপনার ফতোয়ায় মনে হয় গলদ আছে!'

হুযুর রেগে গেলেন এবং লোকটির কুয়ো দেখতে চাইলেন। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সাদা মতো পানির উপরে কী যেন ভাসছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'সাদা মতো ওটা কী?'

---কী জানি, মনে হয় বিড়ালটা হবে।

---আরে সে কী? আপনি বিড়াল আগে তুলে না ফেলেই বালতি-বালতি পানি তুলে ফেলে যাচ্ছেন?

---বিড়াল তুলে ফেলতে তো বলেননি হুযুর!

---বড় বোকা আপনি! সেটাও কি বলতে হতো?

---ভেঙ্গে না বললে আমরা মূর্খ মানুষ বুঝব কীভাবে?

বলা বাহুল্য, ডাক্তার, মুফতী ও বিচারকের উচিত, অবস্থা ভালোভাবে বুঝে, ভেঙ্গে বলে ব্যবস্থা দেওয়া। অন্যথা ব্যবস্থা নিষ্ফল হয় অথবা হিতে বিপরীত হয়। দ্বিতীয়তঃ যে পাপী তওবা করে, তার উচিত, আগে পাপ বর্জন করা। অবৈধ উপায়ে নেওয়া জিনিস তার মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া। অন্যথা তওবা কবুল হবে না। অন্তরে কপটতা গোপন রেখে কোন ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। হৃদয়ে ঘৃণা লুকিয়ে রেখে হাতে হাত মিলানো উপকারী নয়।

বাড়ির প্রভাব স্কুলে

অঙ্কের মাষ্টার মশায় তাঁর এক বোকা ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, ৪ ভাজিত ২ সমান কত?

প্রথমে সে বলল, 'শুনতে পাইনি স্যার।'

তারপর বললে বলল, 'বুঝতে পারলাম না স্যার, বুঝিয়ে দিন।'

বললেন, 'যদি তোমার বাবার কাছে ৪ টাকা থাকে এবং তা তোমার ও তোমার ভাই-এর মাঝে ভাগ ক'রে দেয়, তাহলে তুমি ও তোমার ভাই কত ক'রে ভাগ পাবে?'

চট্ ক'রে সে বলল, 'আমি ১ টাকা, আর আমার ভাই ৩ টাকা স্যার।'

মাষ্টার টেবিল ঠুকে বললেন, 'ভুল, ভুল।' কিন্তু ছাত্রটি বলল, 'না স্যার, ঠিকই। আমার বাবা আমার ভাইকেই সর্বদা বেশী দেয়।'

হিংসিতের বিজয়

ইউসুফের ছিল এগারোটি ভাই। ছোটবেলায় একরাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখলেন, এগারোটি তারা ও চাঁদ-সূর্য নেমে এসে তাঁকে সিজদাহ করছে। এ আশ্চর্য স্বপ্ন তিনি আব্বার কাছে প্রকাশ করলেন। আব্বা ছিলেন একজন নবী। তাঁর নাম ছিল ইয়াকূব। তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যায় ইউসুফকে জানালেন যে, বড় হলে তুমি রাজা হবে। আর এ কথাও বলে দিলেন যে, এ স্বপ্ন যেন তিনি তাঁর ভাইদের কাউকে না জানান। কারণ তারা জানতে পারলে হিংসা ও চক্রান্ত করবে।

কিন্তু কোন প্রকারে তাঁর ভাইরা সে কথা শুনেই ফেলে এবং তাতে তাদের হৃদয়-মন জ্বলে ওঠে। তারপর তারা এগারো ভাই মিলে কিভাবে তাঁকে হত্যা করতে পারে সেই কৌশল অনুসন্ধান করে।

একদা তারা আব্বাকে বলল, আমরা কাল বাগানে খেলতে যাব। আমরা ছোট ভাই ইউসুফকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই। সেও আমাদের সাথে খেলা করবে।

আব্বা বললেন, আমার ভয় হয় যে, তোমরা খেলায় মত্ত হয়ে পড়বে এবং ইউসুফকে বাঘে খেয়ে ফেলবে।

ভাইরা বলল, তা কি হতে পারে? আমরা এতগুলো ভাই, একটি শক্তিশালী দল থাকতে কি বাঘ আমাদের মাঝখান থেকে তাকে ধরে নিয়ে যাবে?

তারা তাদের আব্বাকে বুঝিয়ে ইউসুফকে সঙ্গে নিয়ে বের হয়ে গেল। তারা পরামর্শ করে স্থির করল, তারা তাঁকে হত্যা করবে। কেউ বলল, বরং ওকে কুয়োতে ফেলে দেওয়া হোক।

অবশেষে তারা তাঁর গায়ের জামা খুলে নিয়ে তাঁকে এক কুঁয়োতে ফেলে দিল। কিন্তু

আল্লাহ রাখেন যাকে,
মারে কে তাহাকে?

আল্লাহ তাঁর হিফাযত করলেন। কুয়োর তলদেশে একটি পাথরে জায়গা পেয়ে বেঁচে থাকলেন ইউসুফ।

এদিকে ভাইরা আব্বাকে বুঝাবার জন্য একটি ছাগলছানা হত্যা করে ইউসুফের জামায় তার রক্ত লাগিয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরল। তারা মিথ্যা কান্না করে আব্বাকে বলল, আমরা খেলার প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত হয়ে পরলে এক বাঘ এসে ইউসুফকে খেয়ে ফেলেছে!

এ অবস্থা শুনে ও বুঝে আব্বা চরম দুঃখিত হলেন। তিনি আল্লাহর কাছে সাহায্য ভিক্ষা করলেন এবং ধৈর্য ধারণ করলেন।

এদিকে একদল মুসাফির সে পথে যাওয়ার সময় ঐ কুয়ো থেকে পানি আনতে গিয়ে দেখে তাতে একটি অতি সুন্দর শিশু পড়ে আছে। তাঁরা তাকে তুলে নিয়ে এসে মিসরের রাজার কাছে বিক্রয় করে।

রাজবাড়িতে মানুষ হন ইউসুফ। রাজার কোন ছেলেমেয়ে ছিল না। সেখানে তিনি নিজের কৃতিত্ব ও জ্ঞান দেখিয়ে বিনা দোষে জেল খাটার পর সেখানকার রাজা হন এবং নবীও হন।

পরবর্তীতে তাঁর আব্বা-আম্মা ও ভাইরা সেখানে চলে আসেন। ধৈর্য ধরেছিলেন ইউসুফ। ধৈর্য ধরেছিলেন তাঁর আব্বা-আম্মা। তাই তার প্রতিফল পেলেন সকলেই। বাস্তব হল ইউসুফের স্বপ্ন।

হিংসার জ্বালা

এক ব্যক্তি প্রতিবেশীর একজনের ভাল ছেলেকে হিংসার জ্বালায় সহ্য করতে পারত না। সে শুনল, সে ছেলে পড়াশোনায় খুব ভাল। সুতরাং সে জ্বলে উঠে বলল, 'ও পাশ করতে পারবে না।'

কেউ বলল, 'পাশ কী? খুব ভাল নম্বর ওর।'

হিংসুক বলল, 'ভাল নম্বর হলে কী হবে? ফার্স্ট্ হতে পারবে না।'

লোকটি বলল, 'ও তো পরীক্ষায় ফার্স্ট্ও হয়েছে।'

হিংসুক বলল, 'ফার্স্ট্ হলে কী হবে? চাকরী পাবে না।'

লোকটি বলল, 'চাকরীও পেয়েছে।'

হিংসুক বলল, 'চাকরী পেলে কী হবে? বেতন পাবে না।'

লোকটি বলল, 'বেতনও পেয়েছে।'

হিংসুক বলল, 'বেতন পেলে কী হবে? বেতনে বর্কত থাকবে না।'

তার মানে ----

দেখতে লারি চলন বাঁকা,
হিংসে-কথা গরল-মাখা।

পাত পড়ে, কলি হাসে

এক জাঁদরেল বউ তার বৃদ্ধা শাশুড়ীকে মালসায় খেতে দিত। ব্যাপারটা কলেজ-পড়ুয়া পোতাকে ভালো লাগতো না। একদিন মালসাটা বুড়ির হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে গেলে শাশুড়ী তাকে খুব গালাগালি করতে লাগল। পোতা কলেজ থেকে বাড়ি এসে দেখল, ব্যাপার তুঙ্গে। সেও গালাগালি শুরু করল দাদীকে। বলল, 'বুড়িও শয়তান আছে। ও ওটা ভাঙ্গল কেন? গোটা রাখলে ঐটাতেই আমার স্ত্রী তার শাশুড়ীকে ভাত দিতো।'

বিষয়-বিতৃষ্ণা

সুলতান মাহমূদের ওস্তাদ আল্লাহর অলী ছিলেন। একবার তিনি তাঁর দারিদ্র্যের কথা স্মরণ ক'রে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে তাঁকে দেখা করতে গেলেন। হাদিয়া দেখে তিনি সুলতানকে বললেন, 'বাবা! তুমি যখন আমার ঘরে এসেছ, তখন আমার কিছু খাবার খেয়ে যাও; ঐ দেখ খাবার ঢাকা আছে খেয়ে নাও।'

ঢাকা খুলে বাদশা দেখলেন, দু'টি শুক্না রুটী। কিছু খেতেই গলায় আটকে গেল। ওস্তায মাটির কলসি থেকে পানি খেতে বলে বললেন, 'আমার ঘরের খাবার যেমন তোমার গলায় আটকে যাচ্ছে, তেমনি তোমার ঘরের খাবার আমার গলাতেও আটকে যাবে বাবা! দয়া ক'রে তুমি ওগুলো ফিরে নিয়ে যাও।'

সব কাজে আন্তরিকতা

আমেরিকার এক ছুতোর কাঠের ঘর বানানোর এক কোম্পানিতে চাকরি করত। কাজে বহু পুরাতন ও কারিগরিতে বড় সুদক্ষ ছিল সে। মাসিক বেতনে খুব সুন্দর কাজ করত। এক সময় সে কাজ থেকে অবসর চাইল মালিকের কাছে, বোনাসও চাইল। মালিক বলল, 'সবশেষে একটি ঘর বানিয়ে তোমাকে অবসর দেব।' মন না চাইলেও ছুতোর তা বানাতে বাধ্য হল। সুতরাং সে ঘরটি তেমন সুন্দর হল না।

মালিক বলল, 'এবার তুমি অবসর নিতে পার। আর এই ঘর তোমার বোনাস।' ছুতোরের বড় আফসোস হল, আগে জানলে ঘরটাকে সে আরো সুন্দর, বরং সবচেয়ে বেশি সুন্দর ক'রে বানাতো।

বলা বাহুল্য, ইখলাস ও ইহসান সবার ক্ষেত্রে সমান থাকলে নিজেকে ঠকতে হয় না।

নেতিবাচক মন্তব্য

এক শিকারীর কুকুর পানির উপর হাঁটতে জানত। তাকে নিয়ে তার গর্বও ছিল। এক বন্ধুকে দেখাবার জন্য সে হাঁস শিকার ক'রে তার সামনে কুকুর পাঠিয়ে পানি থেকে তা উদ্ধার করল। শিকারী এ কৃতিত্ব প্রদর্শন ক'রে নিজ বন্ধুর কাছ থেকে প্রশংসার আশা করেছিল। কিন্তু বন্ধু ছিল ঈর্ষাপরায়ণ নেতিবাচক মনের। বন্ধু কিছুই বলল না। পরিশেষে শিকারী নিজেই বলল, 'কুকুরটির মধ্যে কোন অসাধারণত্ব লক্ষ্য করেছ কি?'

বন্ধু উত্তরে বলল, 'হ্যাঁ, তোমার কুকুরটি সাঁতার জানে না!'

নেতিবাচক বুঝ

মদ স্বাস্থ্যের পক্ষে বড় ক্ষতিকর জিনিস, সে কথা বুঝাবার জন্য এক ডাক্তার পরীক্ষার মাধ্যমে চাক্ষুষ প্রমাণ করছিলেন। দুটি কাঁচের পাত্রে একটিতে পানি ও অপরটিতে মদ রেখে একটি কেঁচো নিয়ে প্রথমে পানিতে ছেড়ে দিলেন। কেঁচোটি বেশ নড়ে নড়ে বেড়াতে লাগল। অতঃপর তা তুলে নিয়ে মদের পাত্রে রাখলে তা টুকরো টুকরো হয়ে মদের সাথে মিশে গেল। ডাক্তার উপস্থিত দর্শকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা বলতে পারেন, এই পরীক্ষা দ্বারা কী প্রমাণ হল?'

পিছন থেকে একজন সুরাসক্ত ব্যক্তি বলে উঠল, 'মদ খেলে পেটে কেঁচো থাকে না!'

বিজ্ঞ কাঠুরে

বকর বিন আব্দুল্লাহ মুযানী নিজ যামানার একজন ফকীহ এবং প্রথম শ্রেণীর তাবেঈ ছিলেন। তিনি এক সময় কোথাও যাওয়ার পথে তাঁর সামনে এক কাঠুরে 'আল-হামদু লিল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ' বলতে বলতে পথ চলছিল। তিনি তাকে বললেন, 'তুমি কি এ ছাড়া অন্য কিছু জানো না?'

কাঠুরে বলল, 'অবশ্যই জানি। আমি কুরআনের হাফেয এবং জানিও অনেক কিছু (দুআ-দরূদ)। কিন্তু মানুষ সর্বদা পাপ ও নিয়ামতে পরিপ্লুত থাকে। তাই আমি পাপ থেকে সর্বদা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁর দেওয়া নিয়ামতের জন্য প্রশংসা করি।'

এ কথা শুনে মুযানী বললেন, 'বকর হল অজ্ঞ, আর কাঠুরে হল বিজ্ঞ।'

বংশের গৌরব

যায়দ বিন আলী হিশাম বিন আব্দুল মালেকের নিকট পৌঁছে বললেন, 'শুনলাম, আপনি মনে মনে খলীফা হওয়ার কথা কল্পনা করছেন। কিন্তু আপনি তার উপযুক্ত নন। কারণ, আপনি তো বাঁদীর ছেলে।'

হিশাম বললেন, 'কিন্তু আপনার কথা, আমি মনে মনে খেলাফতের আশা পোষণ করছি, অথচ গায়বের খবর আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। দ্বিতীয়তঃ আমি বাঁদীর ছেলে। কিন্তু হযরত ইসমাঈল তো বাঁদীর ছেলে ছিলেন; যাঁর বংশ থেকে মানব-শ্রেষ্ঠ মহানবী হযরত মুহাম্মাদের জন্ম। আর ইসহাক স্বাধীনার পুত্র। কিন্তু তাঁর বংশে এমন জাতির জন্ম হয়, যাদেরকে আল্লাহ বানর ও শুকরে পরিণত করে দেন।

ভগবান তরাও, হাত-পা তো নড়াও

একবার বন্যা এলে এক লোক নিজ বাড়ি ছেড়ে কোন নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিল না। অনেকের বলা সত্ত্বেও সে বলল, 'আমি ভগবানকে বিশ্বাস করি, তিনি আমাকে ধ্বংস করবেন না।'

অবশেষে পানি তাকে ঘিরে ফেলল, হেলিকপ্টার পাঠানো হল। তবুও সে বলল, 'ভগবান আমাকে রক্ষা করবেন।'

পরবর্তীতে বন্যা বৃদ্ধি পেলে নৌকা নিয়ে ত্রাণকর্মীরা তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করল। কিন্তু সে ঐ একই কথা বলল। পরিশেষে সে বন্যায় ভেসে গেল এবং প্রাণ হারাল। মরণের পর সে ভগবানকে বলল, 'তোমার কথা, তুমি ডাকলে সাড়া দাও, প্রার্থনা করলে মঞ্জুর কর।

আমি তোমার কাছে কত প্রার্থনা করলাম, তাও আমাকে মরতে হল কেন?'

ভগবান বললেন, 'তোমার কাছে হেলিকপ্টার ও নৌকা পাঠিয়েছিল কে?'

পর-ভরসা

একটি কিশোর বড় বিনম্র সহকারে মসজিদে নামায পড়ছিল। একজন ধনী মানুষ তা দেখে সে নামায শেষ করলে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কার ছেলে?'

কিশোর বলল, 'আমার মা-বাপ কেউ নেই। আমি এতীম।'

ধনী বলল, 'তুমি কি আমার ছেলে হতে চাও?'

সে বলল, 'আমাকে খিদে লাগলে আপনি কি আমাকে খেতে দেবেন?'

ধনী বলল, 'হ্যাঁ।'

সে বলল, 'আমার কাপড়ের দরকার হলে আপনি কি আমাকে পরতে দেবেন?'

ধনী বলল, 'হ্যাঁ।'

সে বলল, 'আমি মারা গেলে আপনি কি আমাকে জীবিত ক'রে দেবেন?'

ধনী বলল, 'তা তো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় বাবা!'

সে বলল, 'তাহলে আমাকে ছেড়ে দিন। আমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে খেতে-পরতে দেবেন এবং তিনিই আমাকে মেরে আবার জীবিত করবেন।'

ধনী লোকটি বলল, 'ঠিকই বলেছ বাবা! আল্লাহর উপর যে ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হন।'

দুআর জোর

এক দরবেশ এক চাকি-ওয়ালার নিকট এসে বলল, 'আমার গমটা তাড়াতাড়ি পিষে দাও।'

চাকি-ওয়ালা বলল, 'আমি দুঃখিত যে, আপনার আগে যে সব লোক লাইনে আছে, তারাই আগে পাওয়ার অধিকারী। অতএব তাদের আগে হোক, তারপর যথাক্রমে আপনারও হবে।'

দরবেশটি বলল, 'তাহলে আমিও দুঃখিত যে, আমি এমন এক দুআ করব, যাতে তোমার ঐ চাকি ঘুরানোর আসল গাধাটাই ধ্বংস হয়ে যায়; যার বলে তুমি আটা পিষে রোযগার করে খাচ্ছ।'

চাকি-ওয়ালা বলল, 'তাহলে আপনার দুআ কি মকবূল?'

দরবেশ বলল, 'নিশ্চয়।'

চাকি-ওয়ালা বলল, 'তাহলে আপনি আল্লাহর কাছে এই দুআ করেন না, যাতে আপনার গমগুলো সত্বর আটাতে পরিণত হয়ে যায়।'

দুশ্চিন্তা কিসের?

একদা ইব্রাহীম বিন আদহাম এক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লোকের নিকট গিয়ে বললেন, 'আমি তোমাকে ৩টি প্রশ্ন করব, তার উত্তর দেবে কি?'

লোকটি বলল, 'অবশ্যই।'

তিনি বললেন, 'এ জগতে কি এমন কিছু ঘটছে, যাতে আল্লাহর ইচ্ছা নেই?;

সে বলল, 'জী, না।'

তিনি বললেন, 'তোমার রুযীর এতটুকু কি কম হবে, যা আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন?'

সে বলল, 'জী, না।'

তিনি বললেন, 'তোমার আয়ু থেকে কি এতটুকুও কম করা হবে, যা আল্লাহ তোমার জন্য নির্দিষ্ট করেছেন?'

সে বলল, 'জী, না।'

তিনি বললেন, 'তবে আবার দুশ্চিন্তা ও দুঃখ কিসের?'

সিদ্ধান্ত নিতে জলদিবাজি

এক দম্পতি জঙ্গলের ধারে বাস করত। ছোট শিশু রেখে স্ত্রী মারা গেল। স্বামী কাজে গেলে শক্তিশালী পোষা কুকুর শিশুটিকে পাহারা দিত। একদিন কাজ থেকে ফিরে এসে দেখল কুকুরটির মুখে রক্ত এবং সে বাইরে বসে অপেক্ষা করছে। ভাবল, সে তার ছেলেকে হত্যা করেছে। ফলে ক্ষোভে ফেটে পড়ে পিস্তলের গুলি দিয়ে তাকে হত্যা ক'রে ফেলল। অতঃপর ঘরের ভিতরে গিয়ে দেখল। ছেলে বহাল তবীয়তে খেলা করছে এবং পাশে নেকড়ে বাঘের লাশ পড়ে আছে।

প্রকৃতত্ব না জানার আগে সিদ্ধান্ত নিয়ে কত বড় সর্বনাশ করল সে!

ন্যায়পরায়ণতা

ন্যায়পরায়ণতায় মনে শান্তি ও দেহে নিরাপত্তা লাভ হয়। হযরত উমারের নিকট কাইসার এক দূত পাঠাল। উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর অবস্থা, কর্ম ও রাজ্য-পরিস্থিতি পরিদর্শন করা। দূত মদীনায় প্রবেশ করে তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করল, 'তোমাদের রাজা কোথায়?'

লোকেরা বলল, 'আমাদের কোন রাজা নেই। অবশ্য আমাদের আমীর (নেতা) আছেন। আর তিনি এখন মদীনার উপকণ্ঠে বের হয়ে গেছেন।'

দূত তাঁর খোঁজে বের হয়ে গেল। কিছু পরে তাঁকে দেখতে পেল, তিনি বালির উপর দুর্রাকে বালিশ বানিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে আছেন! তাঁর অবস্থা দর্শন করে দূতের হৃদয় নম্র হল ও মনে মনে বলল, 'এমন এক মানুষ, যাঁর আতঙ্কে সমস্ত রাজাদের কোন সিদ্ধান্ত স্থির হয় না, তাঁর অবস্থা এই? আসলে হে উমার! আপনি ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাই এইভাবে ঘুমাতে পেরেছেন। আর আমাদের রাজা অন্যায় করে, যার ফলে সে সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থেকে অনিদ্রায় কাল কাটায়।'

শিয়াল নয়, বাঘ হও

এক বণিক ছিল। প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল তার। কিন্তু তার একমাত্র ছেলে ছিল অকর্মণ্য কুঁড়ে। সে কোন কাজ করতে চাইত না, ব্যবসাতেও মন ছিল না। অবশেষে এক রকম জোর ক'রে বণিক সেই ছেলেকে বাণিজ্যে পাঠাল। পথে এক ক্ষুধার্ত শিয়াল দেখল। ভাবল, এই মিসকীন কোত্থেকে খেতে পায়? তৎক্ষণাৎ অন্য দিকে লক্ষ্য করল, এক বাঘ শিকার ধরে খাচ্ছে। ভয়ে গাছে উঠে লুকিয়ে দেখল, সে খেয়ে চলে গেলে শিকারের অবশিষ্টাংশ শিয়াল গিয়ে খেল। মনে করল, এমনি ক'রে তারও দিন যাবে। এত কষ্ট করে লাভ কী? বাড়ি ফিরে এসে পিতাকে খবর জানাল।

পিতা বলল, 'তুই ভুল বুঝেছিস্। আমি আশা করি, তুই শিয়ালের অনুসরণ না করে, বাঘের অনুসরণ করবি। অর্থাৎ তুই বাঘের মত

নিজে কষ্ট ক'রে কামাই ক'রে খাবি। আর অন্য কেউ তোর উচ্ছিষ্ট খাবে।'

মানুষ যখন আশা ও কামনা করে, তখন নিচু না করে উঁচু করতে হয়।

আশার নেশা

এক আশাবাদী ব্যক্তি বাসনার বড় স্বপ্ন দেখতে দেখতে হাটে যাচ্ছিল। মাথায় ছিল মাটির কলসি ভরা মধু। বড় সুখের বাসনায় সে মনে মনে পরিকল্পনা শুরু করল; বলল, 'মধুর কলসিটিকে ১০ দিরহামে বিক্রি ক'রে ৫টি ছাগল কিনব। সেগুলি বছরে ২বার বিয়বে। ২ বছরে ২০টি ছাগল হবে। তখন প্রত্যেক ৪টির বিনিময়ে ১টি করে (মোট ৫টি) গরু কিনব। সেখান হতে আমার অর্থ বৃদ্ধি পাবে। কিছু জমি কিনে চাষ শুরু করব। তারপর সুন্দর একটি ঘর বানাব। ঘরে দাস-দাসী রাখব। সুন্দরী দেখে একটি বিয়ে করব। আমার ছেলে হবে, তার নাম রাখব 'রাজা'। তাকে উত্তম আদব শিক্ষা দেব। সে আমার কথা না মানলে লাঠি ক'রে মেরে শিক্ষা দেব।'

লোকটির হাতে ১টি লাঠি ছিল। কীভাবে ছেলেকে মারবে, তা দেখতে গিয়ে মনের আবেগে লাঠি তুলল উপরে। আঘাত লাগল মাথার উপরে মাটির কলসিতে। ভেঙ্গে গেল কলসি। মাথায় বয়ে গেল মধু। মনের আশা থেকে গেল মনের গহীন কোণেই। আসলে কোন কিছুর আশা করলেও তার নেশা হওয়াটা বড় ক্ষতিকর।

গোপনীয় কথা

বড় মানুষের সাথে গোপন কথা আর কী হবে? একদা এক ব্যক্তি আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের নিকট এসে গোপনে কিছু বলতে চাইল। তিনি বললেন,

'তুমি আমার প্রশংসা করবে না। কারণ আমি নিজের ব্যাপারে খুব ভালো জানি।

মিথ্যা বলবে না। কারণ মিথ্যুকের কোন রায় নেই।

আর আমার কাছে কারো গীবত করবে না।'

লোকটি বলল, তাহলে আমাকে চলে যেতে অনুমতি দিন, হে আমীরুল মুমিনীন!

মানুষ চেনার উপায়

এক ব্যক্তি হযরত উমার ﷺ-কে বলল, 'অমুক লোকটা বড় খাঁটি লোক।'

তিনি বললেন, 'তা তুমি কীরূপে জানলে? ওর সাথে কোন সময় সফর করেছ?'

লোকটি বলল, 'জী, না।'

তিনি বললেন, 'তোমার ও ওর মাঝে কোনদিন তর্ক বা মতবিরোধ হয়েছিল?'

সে বলল, 'জী, না।'

তিনি বললেন, 'ওর কাছে কোনদিন কিছু আমানত রেখেছিলে?'

সে বলল, 'জী, না।'

তিনি বললেন, 'তাহলে ওর সম্পর্কে তুমি কিছুই জান না। আমার মনে হয়, তুমি ওকে মসজিদে মাথা হিলাতে দেখেছ!'

রূপ নয়, গুণ চাই

বাগদাদের বাদশা হারূন রশীদের অনেক ক্রীতদাসী ছিল। দাস-প্রথা হিসাবে দাসী-বৃত্তির কর্ম-ব্যস্ততার পর তারা স্ত্রীর মত মালিকের শয়ন-শয্যায় স্থান পেত। তাঁর সুন্দর সুন্দর দাসীদের মধ্যে অন্য একটি দাসী ছিল কৃষ্ণকায় কুশ্রী। কিন্তু তিনি সেই কালুনীকেই বেশী ভালবাসতেন। হাসিতে-খুশিতে, হর্ষে-বিষাদে সেই কালুনীই তাঁর পাশে পাশে থাকত। তা দেখে সুন্দরীদের হিংসা হল। বাদশার কাছে সে অস্বাভাবিক ভালবাসার কারণ জানার ইচ্ছা করল তারা। একদা অভিমান-ভরা হৃদয় নিয়ে রূপের ঝলক ও সুমধুর হাসির বেদনা-ভরা ভাষা দিয়ে সে কথার ভূমিকা শুরু করল। বলল, 'হুজুর! আমরা এত সুস্বাস্থ্যবতী রূপসী থাকা সত্ত্বেও আপনি ঐ কুৎসীৎ কালুনীকে কেন বেশী ভালবাসেন?'

নিঃসন্দেহে বাদশার চোখের কোন দোষ ছিল না। তা জেনেই তারা প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটনের আশায় এই আর্জি পেশ করল।

বাদশা বললেন, 'সে কথা জানার যদি তোমাদের একান্তই আগ্রহ থাকে, তাহলে আজ নয়, পরে জানাব।'

দাসীরা সে প্রস্তাব মেনে নিয়ে অধীর অপেক্ষায় কালাতিপাত করতে লাগল।

হঠাৎ একদিন কোন উপলক্ষ্যে সকল বিবিকে উপহার দেওয়ার মানসে একটি বৃহৎ কক্ষ সুসজ্জিত করালেন। কক্ষের শেষের দিকে এক-একটি বাক্সতে নানা গয়না ও উপহার-সামগ্রী রাখা করালেন।

অতঃপর স্ত্রীদের সকলকে ডেকে বললেন, 'কক্ষের শেষ প্রান্তে তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি ক'রে বাক্স রাখা আছে, তাতে নানা রকম উপহার ও গয়না আছে। তোমাদের মধ্যে ছুটে গিয়ে যে যেটা হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেবে, সেটা হবে তারই।'

যথাসময়ে প্রতিযোগিতার দৌড় শুরু হল। রাজার আদেশ মত ছুট দিয়ে প্রত্যেকে এক একটি বাক্সে হাত দিয়ে বলল, 'এটা আমার, এটা আমার।'

কিন্তু কালুনী ছুটে গিয়ে বাক্সে হাত না দিয়ে রাজার কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তা দেখে সবাই তাকে ধিক্কার দিয়ে বলতে লাগল, 'এখানে ঠাকুরের মত দাঁড়িয়ে রইলি, অলংকার ও উপহার তো পেলি না।'

মৃদু হাস্য ক'রে সে বলল, 'তোরা ছুটে গিয়ে এক একটি বাক্সে হাত দিয়ে কিছু অলংকার ও উপহার পেয়েছিস। আর আমি যে বাক্সে হাত দিয়ে আছি, সে বাক্স লাভ ক'রে তোরা-সহ গোটা বাগদাদ লাভ করেছি।'

এ জবাবে তারা সবাই অবাক হল। তারা নিজেরাই অনুমান করল যে, এই কারণেই বাদশা ওকে বেশী ভালবাসেন।

বাদশা বললেন, 'এখন তোমরা তোমাদের সেই প্রশ্নের উত্তর পেলে, যা ঈর্ষাবশতঃ কয়েকদিন আগে আমাকে করেছিলে।'

লজ্জায় সকলের মাথা হেঁট হয়ে গেল। তারা কালুনীকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারল না।

কালুনীর রূপ ছিল না, কিন্তু গুণ ছিল। আর তার জন্যই সে বাদশার নিকট আদরিণী ছিল। আসল সৌন্দর্য রূপে নয়, আসল সৌন্দর্য থাকে গুণে। আর জ্ঞানীরা তা জ্ঞানচক্ষুতে অবলোকন ক'রে থাকেন।

'গুণবান হইলে মান সব ঠাঁই,
গুণহীনের সমাদর কোনখানে নাই।'

রূপ না থাকলে গুণ থাক

আফলাতুন হাকীম একদা দেখলেন, একটি কুশ্রী বালক একজন সুশ্রী বালককে গালিমন্দ করছে। তিনি তাকে এমন ব্যবহার প্রদর্শন করতে নিষেধ করলেন। কুশ্রী বালকটি বলল, 'কেন? আদব ও ক্ষমাশীলতা কি কিছু লোকের জন্যই খাস?'

তিনি বললেন, 'অবশ্যই না। আসলে প্রত্যেক মানুষের উচিত, তার নিজের চেহারা আয়নায় দেখা। অতঃপর তা সুন্দর দেখলে ঐ সৌন্দর্যে কোন নোংরামির আবিলতা মিশ্রিত না করা। আর কুশ্রী দেখলে তার উচিত, দুই প্রকার শ্রীহীনতাকে একত্রিত না করা।'

উত্থান-পতন

এক দম্পতি মাংস দিয়ে খানা খাচ্ছিল। এমন সময় দরজায় এক ভিক্ষুক এল। স্বামীর হুকুমে স্ত্রী উঠে গিয়ে ভিক্ষুককে তাড়িয়ে এল। কিছু দিন পর মনোমালিন্য হয়ে এই স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটল। অতঃপর ঐ মহিলার পুনর্বিবাহ হল। একদিন সে তার স্বামীর সঙ্গে মাংস নিয়ে খানা খেতে বসেছে, এমন সময় দরজায় ভিখারীর আকুল আবেদন এল, 'কে আছ মাগো! এক মুঠো খেতে পাওয়া যাবে?'

স্বামী হুকুম করল, এই মাংস সহ খানা ভিক্ষুককে দিয়ে এসো। স্ত্রী তা দিয়ে এসে স্বামীর সামনে কান্না আর রোধ করতে পারল না।

স্বামী বলল, 'কী ব্যাপার, তুমি কাঁদছ কেন? আমরা তো আল্লাহর দেওয়া রুযী থেকে আল্লাহরই পথে ব্যয় করলাম।'

স্ত্রী বলল, 'তা তো ঠিক। কিন্তু ভিক্ষুকটা কে জানো? আমার প্রথমকার স্বামী! ঐ একদিন এক ভিক্ষুককে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিতে বলেছিল। কিন্তু আজ সে নিজেই ভিখারী!'

স্বামী বলল, 'ওহো! তাই বুঝি? আর তোমাদের ঐ বিতাড়িত ভিক্ষুক কে ছিল তা জানো? তোমার বর্তমান স্বামী, আমিই! আল্লাহ যাকে যখন ইচ্ছা ধনী-গরীব করে থাকেন।'

বুদ্ধি থাকলে উপায় হয়

একদিন একটি কাককে খুব পিপাসা লাগল। সে পানির খোঁজে বের হয়ে কোথাও পানি পেল না। অবশেষে দেখল একটি কলসির ভিতরে পানি আছে। কিন্তু কলসির মুখ সরু হওয়ার কারণে সে নিজের দেহ গলিয়ে পানির নাগাল পেল না। পিপাসার তাড়নায় সে ছট্‌ফট্ করছিল। ঐ পানি সে কীভাবে পেতে পারে তাই চিন্তা করতে লাগল। হঠাৎ তার মাথায় একটি বুদ্ধি খেলল। অনতি দূরে কিছু পাথর পড়ে ছিল। পাথরের ছোট ছোট টুকরা সে নিজের ঠোঁটে করে বয়ে এনে কলসির মধ্যে ফেলতে লাগল। আর তার ফলে কলসির পানি উপরে উঠে এল এবং সে তা পান করে প্রাণ বাঁচালো।

কথায় বলে, বুদ্ধি থাকলে উপায় হয়।

পাথর ক্ষয়

এক ছেলে মাদ্রাসায় পড়ত। যা পড়ত, তা মুখস্থ করতে পারত না। মুখস্থ করত আর ভুলে যেত। এতে সে মনে মনে খুব বিরক্ত হত। আফসোস করত আর দুঃখিত হত।

একদিন সে আক্ষেপে মাদ্রাসা ছেড়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু লেখাপড়া না করলে জীবন যে বৃথা। কোথায় যাবে, কী করবে সে?

মনের দুঃখে সে বাড়ি ফিরছিল। পথে পিপাসা লাগলে একটি কুয়ায় পানি খেতে গেল। সে কুয়াতলায় একটি পাথর দেখতে পেল। দেখল, পাথরটি ক্ষয় হয়ে খাল হয়ে গেছে। কারণ বিবেচনা করে জানতে পারল, মাটির কলসির ঘসা লেগে পাথরটি ক্ষয় হয়ে গেছে।

তার উদ্বিগ্ন মনে চিন্তা এল, মাটির কলসির ঘর্ষণে পাথর ক্ষয়ে যায়, তার মানে দুর্বল হয়েও বারবার চেষ্টার ফলে কঠিনকে সহজ করা যায়। তাহলে আমার ব্রেন কেন ক্ষয় হবে না?

সুতরাং সে মাদ্রাসায় ফিরে গেল এবং মেহনত সহকারে পড়াশোনা করতে লাগল। একদিন সে বড় আলেম হয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করল।

জ্ঞানীর পরিশ্রমের কথা স্মরণ রাখতে হবে এবং তোমাকেও তার মত পরিশ্রম করতে হবে।

বড় হয়ে কী হব?

খোকন মায়ের কোলে বসে ছোট মুখে বড় বড় প্রশ্ন করছিল। বড় হলে আমি কী হব? কী করব? তবে যা হব ভালো হব। তার পরিমন্ডলে নানা মানুষের নানা কর্ম দেখে তার শিশু-মনেও শুরু হয়েছিল ভবিষ্যতের পরিকল্পনা।

খোকন ঃ মা! আমি বড় হলে ডাক্তার হব, মানুষের সেবা করব এবং বিনা পয়সায় গরীবদের চিকিৎসা করব।

মা ঃ আমার মনে হয়, তা তুমি পারবে না বাবা! কারণ, বড় হয়ে তোমার মনেও অর্থের লোভ আসবে। আর তখন মানুষের সেবার কথা

ভুলে যাবে। গরীবদের অসহায়তার কথা বিস্মৃত হবে। অধিক অর্থোপার্জনের জন্য ওষুধে ভেজাল দেবে।

খোকন ঃ তাহলে আমি মাস্টার হব এবং ভালো মানুষ তৈরী করার জন্য ছেলে পড়াব।

মা ঃ তাও হয়তো তুমি পারবে না সোনা! কারণ, মাস্টার হওয়ার পর তুমি তোমার দায়িত্বের কথা ভুলে যাবে। মানুষ গড়ার কথা বিস্মৃত হয়ে নিজের বিলাসী জীবন গড়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়বে।

খোকন ঃ তাহলে আমি বড় ব্যবসায়ী হব। অনেক লাভ করে গরীবদেরকে অর্থদান করব।

মা ঃ তাতেও তুমি অর্থলোলুপ অসাধু মানুষ হয়ে উঠবে। মানুষকে ঠকিয়ে, মিথ্যা বলে, পণ্যদ্রব্যে ভেজাল দিয়ে, অবৈধ জিনিসের ব্যবসা ক'রে কেবল অর্থ-চিন্তায় ব্যাকুল থাকবে। আর দুঃখী-দরিদ্রদের কথা ভুলেই যাবে।

খোকন ঃ তাহলে আমি সরকারী অফিসার হব এবং দেশ ও দশের সেবা করব।

মা ঃ খুব ভাল কথা। কিন্তু আমার ধারণা, তাও তুমি পারবে না বাবা! কারণ, তখন তুমি দেশ ও দশের সেবা ভুলে নিজের দশা দোরস্ত করতে অর্থের দাসত্ব করবে। লোকের কাছে ঘুস খাবে। কর্তব্যে ফাঁকি দেবে। নানা অজুহাতে অফিস কামাই করবে। আর আত্মসেবা করবে।

খোকন ঃ তাহলে আমি পুলিশ হব। অন্যায়-অবিচার, অপরাধ ও দুর্নীতি দমন করব।

মা ঃ তুমি পারবে বলে মনে হয় না। কারণ, পুলিশের ইউনিফর্ম গায়ে পরলে এবং কোমরে পিস্তল ঝুলালেই তোমার মাঝে অহংকার আসবে,

অনেক সময় অন্ধভাবে নির্দোষের প্রতি অত্যাচার চালাবে, ঘুস খেয়ে অপরাধীকে বেকসুর খালাস ক'রে দেবে।

খোকন ঃ তাহলে আমি উকিল হয়ে ন্যায় বিচারে সহযোগিতা করব।

মা ঃ তখন তুমি তা ভুলে যাবে। তোমার উকালতির পেশা কেবল টাকার নেশাতে পরিবর্তিত হবে। ন্যায়-অন্যায় না দেখে তুমি কেবল নিজের মুয়াক্কেলের মামলা জিততে চাইবে।

খোকন ঃ তাহলে আমি বড় জননেতা হব। দেশ ও জাতির সেবা করব। দেশে-বিদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করব।

মা ঃ সে হওয়া তো আরো কঠিন বাবা! জননেতা হয়ে জনসেবা বাদ দিয়ে ধনসেবা করবে। নিজের পদ ও গদি টিকিয়ে রাখার জন্য কত শত জাল-জুচ্চোরি করবে, দুর্নীতি করবে, অত্যাচার করবে। অন্যায়ভাবে সাম-দান-ভেদ-দন্ডের রাজনীতি প্রয়োগ করবে। ক্ষমতার অহংকার তোমাকে অন্ধ ক'রে ফেললে প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি অন্যায়াচরণ করবে।

খোকন ঃ মা! তাহলে আমি হবটা কী? আমি কি কিছুই হতে পারব না?

মা ঃ অবশ্যই পারবে। তবে অন্য কিছু হওয়ার আগে তোমাকে 'মুসলিম' হতে হবে।

খোকন ঃ কিন্তু আমরা তো মুসলিম!

মা ঃ নামের 'মুসলিম' নয় বাবা, কামের 'মুসলিম'। 'মুসলিম' যাকে বলে, সেই মুসলিম। বড় হয়ে যদি প্রকৃত মুসলিম হও, তাহলে তোমার সকল আশা পূর্ণ হবে। কারণ, 'মুসলিম' হল প্রত্যেক ব্যক্তিত্বের আদর্শ।

খোকন ঃ তাহলে আমি আগে তাই হব মা!

মা ঃ হ্যাঁ বাবা! তাই হও। আল্লাহ তোমাকে তওফীক দিন।

সর্বাধিক সম্মানীয় কে?

খলীফা হারুনুর রশীদের দুই পুত্র; আমীন এবং মামুন। দুজনই ইমাম কাসায়ী (রঃ)এর ছাত্র ছিল। একবার তাদের ওস্তাদ মজলিস থেকে উঠলেন। দেখেই দুই ভাই ওস্তাদের জুতা সোজা করার জন্য উদ্যত হলো। দু'জনের মধ্যে তর্ক হয়ে গেল, কে জুতা সোজা করবে বলে। শেষে দু'জনে এই সিদ্ধান্তে একমত হলো যে, প্রত্যেকে একটি করে জুতা সোজা ক'রে দেবে!

এই ঘটনা যখন হারুনুর রশীদের কানে গেল, তখন তিনি ইমাম কাসায়ী (রঃ)কে ডেকে পাঠালেন। উনি যখন এলেন, তখন খলীফা বললেন, 'মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানীয় ব্যক্তি কে?' ইমাম কাসায়ী (রঃ) উত্তরে বললেন, 'আমার মতে আমীরুল মুমেনীন অপেক্ষা আর কে বেশী সম্মানীয় ব্যক্তি হতে পারে?'

খলীফা বললেন, সম্মানীয় ব্যক্তি তো তিনিই, যিনি মজলিস থেকে উঠলে, খলীফার দুই পুত্র তাঁর জুতা সোজা করার জন্য পরস্পরের মাঝে তর্ক করে, কে জুতা সোজা করে দেবে বলে।

ইমাম কাসায়ী (রঃ) ভেবেছিলেন, হয়তো খলীফা ঐ ঘটনায় অসন্তুষ্ট হয়েছেন। সেই জন্য তিনি নিজের দোষ-মুক্তির কথা বলেছিলেন।

কিন্তু খলীফা বললেন, 'শুনুন! আপনি যদি আমার পুত্রদ্বয়কে ঐ রকম আদব ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে নিষেধ করতেন, তাহলে আমি আপনার প্রতি খুব বেশী অসন্তুষ্ট হতাম। আগামীতে এই শিক্ষা অব্যাহত রাখবেন, নইলে আপনি আমার অসন্তুষ্টি ও ক্ষোভের শিকার হবেন!'

এমন অপ্রত্যাশিত শ্রদ্ধাবাক্যে ইমাম কাসায়ী মনে মনে আনন্দিত ও বিস্মিত হলেন। তিনি কিছু বলতে যাওয়ার আগেই খলীফা আরো বললেন, 'শুনুন! কোন ব্যক্তি বয়সে যতই বড় হোক, কিংবা বিদ্যা ও মর্যাদায় যতই বড় হোক, তিন জনের সম্মুখে তারা কেউ বড় হতে পারে না। এক ঃ বিচারক, দুই ঃ ওস্তাদ, আর তিন ঃ নিজের পিতা-মাতার সম্মুখে।

দুঃখ ছাড়া কি সুখলাভ হয়?

কাজলা দীঘির পানিতে পদ্মফুল ফুটে থাকতে দেখে নাবীল তার বন্ধু অসীমকে বলল, 'ঐ সুন্দর ফুলটি আমি পেতে চাই।'

নাবীল বলল, 'নেমে পড় পানিতে। আর মনে রেখো, পদ্ম কাঁটা আছে।'

অসীম বলল, 'থাক তাহলে দরকার নেই।'

নাবীল বলল, 'কিছু পেতে হলে কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।'

"কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে,
দুখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহিতে?"

অন্ধের হাতি দেখা

তিন জন অন্ধের ইচ্ছা হল হাতি দেখার। একদিন কারো সাহায্যে হাতির নিকট গেল। সে একজনকে হাতির পা, দ্বিতীয়জনকে তার কান, তৃতীয়জনকে তার সুঁড় ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'এটাই হল হাতি।'

সুতরাং প্রথমজন ভাবল, হাতি থামের মতো!

দ্বিতীয়জন ভাবল, হাতি কুলোর মতো!

আর তৃতীয়জন ভাবল, হাতি পাইপের মতো!

বলা বাহুল্য, অন্ধের হাতি দেখার মত বহু মানুষ অপরের অন্ধানুকরণ করে অমূলক বিশ্বাস ও ধারণা পোষণ ক'রে থাকে।

অন্ধের পায়েস খাওয়া

পাড়ার ছেলেরা মিলে বন-ভোজনে যাবার ইচ্ছা করল। পরামর্শ ক'রে স্থির করল, আজ তারা সেখানে পায়েস রান্না ক'রে খাবে। তাদের মধ্যে একজন অন্ধ ছিল। সে ইতিপূর্বে 'পায়েস' খায়নি, 'পায়েস' নামটাও শুনেনি। সে একজন বন্ধুকে পাশে ডেকে নিয়ে বসে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা! পায়েস জিনিসটা কেমন?'

বন্ধু বলল, 'সাদা।'

অন্ধ বলল, 'সাদা আবার কেমন?'

বন্ধু বলল, 'বকের মতো।'

অন্ধ বলল, 'বক আবার কেমন?'

বন্ধু ভাবল, কথার উদাহরণে অদেখা জিনিস সে বুঝতে পারছে না। তাই সে তার হাতটা টেনে নিয়ে কব্জিটা বাঁকা ক'রে বলল, 'এই দ্যাখো, বক এই রকম।'

অন্ধ বলল, 'বাব্বা! এমন টেরা-বাঁকা। এ তো গলায় আটকে যাবে! আমি ভাই তোমাদের সাথে বন-ভোজনে গেলেও পায়েস কিন্তু খাব না।'

অনেকে পরের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে ভুল ধারণা নিয়ে সহজটাকে কঠিন ধারণা ক'রে বহু কল্যাণ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে। তারাও কিন্তু আসলে জ্ঞানান্ধ।

পরের অনুকরণ

কোন বিহারীর অভিজ্ঞতায় কোন বাঙ্গালী খারাপ হলে সে সকল বাঙ্গলীকেই খারাপ ধারণা করে। আবার কোন বাঙ্গালীর অভিজ্ঞতায় কোন বিহারী খারাপ হলে সে সকল বিহারীকেই খারাপ মনে করে। অনুরূপ তার কাছ থেকে শুনে অন্যেরাও অনেকে ঐ ধারণা ক'রে থাকে। অথচ এমন ধারণা সঠিক নয়। অনেকে না জেনে অনেক বিষয় সম্বন্ধে অনুচিত মন্তব্য করে। অনেকে আন্দাজ ও অনুমানে ভালোকে মন্দ এবং মন্দকে ভালো জ্ঞান করে। অনেকে পরের মুখে ঝাল খায়।

এক ইংরেজ দম্পতি জঙ্গল-মহলে বেড়াতে এসে মধু ও তার উপকারিতার কথা শুনে তা পাওয়ার আশায় জঙ্গলে বের হল। এক গাছে মৌচাকের সন্ধান পেল। মধু কীভাবে গালতে হয়, মৌমাছির বিঁধুনি আছে -এসব কিছুও জানে না তারা। মৌচাক ছিল উঁচুতে। স্ত্রীকে কাঁধে চাপিয়ে মধু পাড়তে বললে, চাকে হাত দিতেই বিঁধতে লাগল মৌমাছিতে। কষ্টে ও ভয়ে ম্যাডামের পেশাব কাপড়ে-চোপড়ে হয়ে গেল। পা বেয়ে গড়িয়ে পড়ল স্বামীর মুখে। স্বামী ভাবল ওটাই হয়তো মধু! লাগল মুখ নেড়ে খেতে! অতঃপর সে ভেদ সে জানতে না পারলে তাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, মধুর স্বাদ কেমন? তাহলে নিশ্চয় সে বলবে, নোনতা!!

যার যেমন অভিজ্ঞতা, সেই মতো কয় কথা।

বড় কে?

দুই ভাই পিঠের পিঠ। সদা-সর্বদা তর্ক-বিতর্ক ও কথায় কথায় ঝগড়া। একদিন তর্ক শুরু হল, চরিত্র ও গুণে বড় কে?

রাজু বলল, 'আমি বড়', কাজু বলল, 'আমি।'
রাজু বলল, 'আমি বাড়ির কাজ বেশি করি।'
কাজু বলল, 'তুমি নও আমি।'
রাজু বলল, 'মা-বাপের কথা আমি বেশি শুনি।'
কাজু বলল, 'তুমি নও, আমি।'
রাজু বলল, 'তোমার থেকে আমার বুদ্ধি বেশি।'
কাজু বলল, 'বরং আমার বুদ্ধিই বেশি।'
রাজু বলল, 'আমি বেশি ভাল পড়াশোনা করি।'
কাজু বলল, 'আমিই পড়াশোনাতে তোমার থেকে ভাল।'
পরিশেষে আব্বা বললেন,

"আপনারে বড় বলে, বড় সেই নয়,
লোকে যারে বড় বলে, বড় সেই হয়।
বড় হওয়া সংসারেতে কঠিন ব্যাপার,
সংসারে সে বড় হয়, বড় গুণ যার।"

গাছের পাখিটি কী বলে?

এক রৌদ্রতপ্ত দুপুরে শহর ও বহু গ্রামের মাঝে এক বটগাছের ছায়ার নিচে বিশ্রাম নিচ্ছিল জনা কয়েক লোক। পরিচয়ের পর আপোসে গল্প করছিল। এমন সময় গাছের ডালে একটি পাখি ডাক দিতে লাগল। ওদের মধ্যে একজন বলল, 'আচ্ছা! আপনারা কি বলতে পারেন, পাখিটা কী বলছে?'

প্রথম ব্যক্তি চট্ ক'রে বলে উঠল, আমি জানি, পাখিটা কী বলছে। ও বলছে, 'পিয়াজ-রসুন-আদরক।'

দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রতিবাদ ক'রে বলল, 'আরে ধুৎ! পাখিটা বলছে, 'সি-বা-জল ট্যাবলেট।'

তৃতীয় ব্যক্তি বলল, 'না-না, আসলে পাখিটা বলছে, 'সুবহা-ন তে-রী কুদরত।'

চতুর্থ ব্যক্তি বলল, 'অসম্ভব! পাখিটা বলছে, 'ইযাস সামা-উন ফাত্বারাত।'

আসলে প্রথম ব্যক্তিটি ছিল একজন সবজি-ব্যবসায়ী। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি ছিল চিকিৎসক। তৃতীয় ব্যক্তিটি ছিল ভিক্ষুক। আর চতুর্থ ব্যক্তিটি ছিল মাদ্রাসার ছাত্র। সকলে নিজ নিজ নিত্য ব্যবহৃত শব্দ ও অভিজ্ঞতা নিয়ে পাখির বুলিকে কল্পনা করল। সাধারণতঃ এমনটাই হয়ে থাকে, যে যেমন মানুষ, তার তেমন ধারণা।

শিক্ষার মান যখন তখন

একদা এক শিক্ষিত ভদ্রলোক নদীপথে এক মাঝির নৌকায় চড়ে যাত্রা করছিলেন। কথায় কথায় তিনি মাঝিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মাঝি! তুমি কি অঙ্ক জানো?'

মাঝি বলল, 'আজ্ঞে না।'

ভদ্র লোকটি বললেন, 'তাহলে তোমার জীবনের চার আনাই মিছে।'

ভদ্র লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি ভূগোল জানো?'

মাঝি বলল, 'আজ্ঞে না।'

ভদ্র লোকটি বললেন, 'তাহলে তোমার জীবনের ৮ আনাই মিছে।'

ভদ্র লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি জ্যামিতি জান?'

মাঝি উত্তরে একই কথা বলল, 'আজ্ঞে না।'

ভদ্র লোকটি বললেন, 'তাহলে তোমার জীবনের ১২ আনাই মিছে।'

আকাশে মেঘ ছিল আগে থেকেই। এমন সময় শন্‌শন্‌ গতিতে ঝড় শুরু হল। নৌকা ডুবুডবু। শিক্ষিত ভদ্র লোকটি বললেন, 'মাঝি এবারে কী হবে?'

মাঝি বলল, 'নৌকা হয়তো ডুবে যাবে। আপনি সাঁতার জানেন তো?'

ভদ্র লোকটি বললেন, 'না তো!'

মাঝি বলল, 'তাহলে আজ্ঞে, আপনার জীবনের ষোল আনাই মিছে!'

দুনিয়ার মূল্য

সালামাহ আল-আহমার বলেন, একদা বাদশা হারুন রশীদের নিকট গমন করলাম। তাঁর বিভিন্ন বালাখানা ও রাজমহল দেখে আমি তাঁকে বললাম, 'আপনার মহলখানা বেশ প্রশস্ত। আপনার মৃত্যুর পর যদি আপনার কবরটাও প্রশস্ত হয়, তবেই উত্তম।'

এ কথা শুনে বাদশা কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর বললেন, 'হে সালামাহ! আপনি আমাকে সংক্ষেপে আরো কিছু উপদেশ দিন।'

আমি বললাম, 'হে আমীরুল মু'মেনীন! আপনি কোন মরুভূমিতে থেকে যদি পিপাসিত হন, তাহলে আপনার পিপাসা মিটাবার জন্য কী পরিমাণ অর্থ দিয়ে এক ঢোক পানি কিনবেন?'

তিনি বললেন, 'আমার অর্ধেক রাজত্ব দিয়ে।'

আমি বললাম, 'অতঃপর তা পান ক'রে তা যদি পেট থেকে বের হতে না চায়, তাহলে তা বের করার জন্য কী ব্যয় করবেন?'

তিনি বললেন, 'বাকী অর্ধেক রাজত্ব ব্যয় ক'রে দেব।'

আমি বললাম, 'অতএব সে দুনিয়ার উপর আল্লাহর অভিশাপ, যে দুনিয়ার মূল্য হল এক ঢোক পানি ও এক গোড় পেশাব!'

এ কথায় বাদশা হারুন আরো জোরে কেঁদে উঠলেন।

মোসাহেবি ও চাটুকতা

বাদশা আকবর খেতে খেতে একটি তরকারি বড় পছন্দ করলেন। পাচক বীরমলকে তরকারিটির নাম জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, 'এটি বেগুন, হুজুর! এর বেহদ গুণ। এ হল শতরোগের মহৌষধ। এ খেলে ব্রেন তাজা হয়, রাজনীতিতে মন বসে, যৌন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, পরকালে বেহেশ্‌তে বেহেশ্‌তীদের মাঝে এই তরকারী প্রথম পরিবেশন করা হবে।'

বেগুনের এত সব গুণ শুনে বাদশা খুব খেলেন। পরদিন সকালে বললেন, 'বীরমল! তোমার ঐ শতগুনের বেগুন খেয়ে আমার পেটে সারা রাত ব্যথা।'

পাচক বলল। 'হুজুর! ওটা তো বেগুন, ওর কোন গুণ নেই। খেলে নানা রোগ হয়, যৌন-ক্ষমতা কমে যায়, পেটে ব্যথা হয়, দুশ্চিন্তা বাড়ে, পরকালে দোযখে দোযখীদের মাঝে সর্বপ্রথম ঐ তরকারি পরিবেশন করা হবে!' বাদশা বললেন, 'কাল তুমি এর এত প্রশংসা করলে, আর আজ এর এত নিন্দা কেন?'

পাচক বলল, 'কাল হুজুরকে ভালো লেগেছিল, তাই প্রশংসা করেছিলাম। আজ হুজুরকে খারাপ লেগেছে, তাই নিন্দা করছি। আমি তো হুজুরের চাকরি করি, বেগুনের নয়।'

বলা বাহুল্য, এমন ব্যক্তিপূজারী বহু মানুষ আছে, যারা স্বার্থের তরে রায় ও দল বদলে নেয়।

পেট বড় বালাই

একদা এক কুকুর পশুরাজ সিংহকে বলল, 'হে পশুরাজ! আমার নামটা বড় খারাপ ও অসুন্দর। আমার নাম পাল্টে দিন।'

সিংহ বলল, 'তুমি তো বড় লোভী, এ নাম তোমার জন্য যথার্থ ও উপযুক্ত।'

কুকুর বলল, 'তাহলে আমাকে পরীক্ষা ক'রে দেখে নিন, ভাল নামের কাজ করতে পারি কি না?'

সিংহ কুকুরকে একটুকরা মাংস দিয়ে বলল, 'এটি কাল পর্যন্ত তোমার কাছে আমানত রাখো। আগামী কাল তোমার কাছ থেকে এটি ফিরে নেব এবং তোমার সুন্দর দেখে একটি নাম রেখে দেব।'

কুকুর মাংস নিয়ে ফিরে গেল। অতঃপর যখন সে ক্ষুধা অনুভব করল, তখন মাংস খন্ডটির দিকে তাকিয়ে জিভে লাল ফেলতে লাগল। খাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও নাম পাল্টাবার কথা স্মরণ ক'রে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু এক পর্যায়ে যখনই তার প্রকৃতিতে লালসার উদ্রেক হল, তখনই তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল ও মনে মনে বলল, 'ভাল নাম নিয়েই বা আর কী হবে? কুকুরও তো ভাল নাম!'

এই পরই সে মাংস খন্ডটি খেয়ে ফেলল। যারা স্বার্থের খাতিরে নিজেদের হীন চরিত্র বদলাতে পারে না, এমন অসচ্চরিত্র, লোভী ও নীচমনাদের উদাহরণ এটাই।

সরব না হলে মার খেতে হয়

সদ্য বিবাহিত কালুর ইচ্ছা হল শ্বশুরবাড়ি যাবে। বউ ছিল সেখানেই। দূর পথে বাসে-ট্রেনে যেতে যেতে রাত হয়ে গেল। লাস্ট্-বাস ফেল হয়ে গেলে পায়ে হেঁটে যেতে যেতে রাত্রি গভীর হয়ে গেল।

গ্রামে যখন পৌঁছল, তখন কেউ কোথাও জেগে নেই। শ্বশুরবাড়ির দরজার কাছে পৌঁছে ভাবল, এত রাত্রে সে আর ডাকাহাঁকা করবে না। ঘুম থেকে জাগিয়ে বাড়ির লোককে আর কষ্ট দেবে না। স্থির করল, কোন রকম বাড়ির ভিতরে প্রবেশ ক'রে সরাসরি স্ত্রীর রুমে গিয়ে খেয়ে-না খেয়ে শুয়ে পড়বে।

কিন্তু ভিতর থেকে সদর দরজা বন্ধ ছিল। ভিতরে যাবে কীভাবে? বাড়ির ভিতরে একটি আমড়ার গাছ ছিল। গাছটি বেশ বড়। তারই একটি ডাল পাঁচিলের বাইরে ঝুলছিল। ভাবল, এই ডাল ধরে উঠে ভিতরে যাবে। রাতের ভয় ও স্ত্রীর ভালোবাসা তাকে আকর্ষণ করছিল ভিতরের দিকে। অন্য কিছু না ভেবেই ডাল ধরে পাঁচিল টপকে ধুপ্ ক'রে ভিতরে পড়ল। ঘরের দাওয়াতে শাশুড়ী শুয়ে ছিল। শব্দ শুনে জেগে উঠে অন্ধকারে পাঁচিলের গায়ে মানুষ দেখে চিৎকার শুরু ক'রে দিল, 'চোর-চোর-চোর! ওরে আলোয়ান! ওরে হালোয়ান! ওরে পালোয়ান! তোরা ছুটে আয় রে! ঘরে চোর ঢুকেছে।'

তিন তিনটি জোয়ান বেটা তড়িঘড়ি আঙিনায় নেমে এসে বলল, 'কই মা কই?'

---ঐ দ্যাখ্, পাঁচিলের ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'মার শালাকে' বলে তিনজনে ঝাঁপিয়ে পড়ে অন্ধকারে শুরু ক'রে দিল কিল-ঘুসি। কালু লজ্জায় মুখ খুলল না। আর অন্ধকারে তারা তাদের

জামাইকে চিনতেও পারল না। ইতিমধ্যে তার স্ত্রী বাইরে এসে বলে উঠল, 'কোন্ মুখপোড়া চোর দাদা! মেরে ওর মুখটা থেঁতলে দাও।'

কালু মনে মনে বলল, 'ও বাব্বা! আমার বউও আমার মুখ থেঁতলে দিতে বলছে?!'

ইতিমধ্যে শাশুড়ীর মনে দয়ার উদ্রেক হল। সে একটি হ্যারিকেন নিয়ে তাদের কাছে এসে বলল, 'আর মারিস না বাবা! এবার ওকে ছেড়ে দে।'

আবার বউ বলে উঠল, 'ছেড়ে দেবে কেন? ওকে বেঁধে রেখে পুলিশের হাওয়ালা ক'রে দাও।'

কিন্তু শাশুড়ীর হাতের আলো যখন তার মুখে পড়ল, তখন দূর থেকে দেখে তার বউয়ের সন্দেহ হল, সে হয়তো তার বর। কাছে এসে দেখে চিনতে পেরে কেঁদে উঠল।

তা দেখে সবাই অবাক। এ কী হয়ে গেল? কেন এতো মার খেলে তুমি? কেন বললে না, 'ওগো আমি চোর নই, আমি তোমাদেরই আপনজন।'

সবাই ক্ষমা চাইল। শাশুড়ী বলল, 'মুখে কথা বললে তো মারটা খেতে হতো না বাবা!'

বলা বাহুল্য, যেখানে পরিচয়হীনতার জন্য মানুষ অত্যাচারিত হয়, সেখানে তাকে সরব হতে হয়, নচেৎ মুখ বুজে কেবল মারই খেতে হয়।

আল্লাহ যা করেন, ভালই করেন

এক রাজা ছিল। তার এক মন্ত্রী বড় আল্লাহ-ভক্ত ছিল। সে সুখে-দুঃখে সব সময় বলত, 'আল্লাহ যা করেন, ভালই করেন। এতে অনেকে রাগ করত। এক সময় আপেল কেটে খেতে গিয়ে রাজার

আঙ্গুল কেটে গেল। রক্ত পড়তে লাগলে তা বন্ধ করার জন্য ব্যান্ডেজ করার সময় মন্ত্রী নিজ অভ্যাস অনুযায়ী বলে উঠল, 'আল্লাহ যা করেন, ভালই করেন।'

এই সময় এ কথা শুনে রাজা চটে গেল। আর তার ফলে সে মন্ত্রীকে কারাগারে বন্দী করল। মন্ত্রী কারাগারে প্রবেশ করেই বলল, 'আল্লাহ যা করেন, ভালই করেন।'

রাজা বলল, 'তোমার আল্লাহ তোমাকে কারাগারে পাঠিয়ে কী ভাল করলেন?'

মন্ত্রী বলল, 'আল্লাহ যা করেন, ভালই করেন।'

পরবর্তীতে রাজার শিকারে যাওয়ার কথা। সাধারণতঃ ঐ মন্ত্রী যেত সাথে। কিন্তু সে কারাগারে আছে বলে রাজা একাই হরিণ শিকারে বের হয়ে গেল। জঙ্গলে বাঘ এসে হামলা করল। রাজা চালাকি ক'রে শুয়ে গিয়ে মরার ভান করল। বাঘটি এসে তার সেই কাটা জায়গা শুঁকে ভাবল, সে মারা গেছে। সুতরাং বাঘটি পালিয়ে গেল।

রাজা হাঁফ ছেড়ে বেঁচে ফিরে এসে মন্ত্রীকে মুক্তি দিল এবং তার কথা যে সত্য, তা স্বীকার ক'রে নিল।

যেহেতু রাজার আঙ্গুল কাটা না থাকলে, বাঘ তাকে খেয়ে ফেলত। সুতরাং সেটা তার জন্য ভালই ছিল।

মন্ত্রী কারাগারে বন্দী না থাকলে রাজার সঙ্গে হরিণ শিকারে যেত। ফলে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলত। যেহেতু সে ছিল সুস্থ মানুষ। সুতরাং সেটা তার জন্য ভালই ছিল।

বলা বাহুল্য, 'আল্লাহ যা করেন, ভালই করেন।' যদিও আমরা সে ভাল বুঝতে না পারি।

একতায় বল

"এক বৃদ্ধের পাঁচটি ছেলে পাঁচ রকমের মতি,
মিল ছিল না, ভাব ছিল না একে অন্যের প্রতি।
বৃদ্ধ একদিন একটি আঁটি কঞ্চি দিয়ে হাতে,
বলল, 'দেখি কে পারো সব ভাঙ্গতে একই সাথে।'
পারল না কেউ বৃদ্ধ তখন আঁটিটাকে খুলে,
এক-একটি কঞ্চি দিল সবার হাতে তুলে।
ভাঙ্গল সবাই, বৃদ্ধ বলল, 'দেখলে কেমন ফল?
একা হলেই দুর্বল হবে, একতাতেই বল।"

নিজের জন্য বাঁচানো

"মহাজন বাঁচাইল কোন এক ছাগেরে,
কাড়িয়া শিকার দূরে তাড়াইল বাঘেরে।
নিশিথে ছুরিকা চালাইল তার হলকে,
অভাগা ছাগল ত্যাজিল জীবন পলকে।
মরণের কালে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ তার,
চরণে লুটিয়া বলেছিল সেই হন্তার---
'তোমার দয়ায় খায় নাই মোরে বাঘেতে,
তুমিও যে বাঘ, বুঝি নাই তা আগেতে।"

সত্য কথা মিথ্যা কার?

"মিথ্যাবাদী রাখাল ছেলের গল্প---
জানে সবাই বেশী কিংবা অল্প।
'বাঘ এসেছে, বাঘ এসেছে' চেঁচিয়ে দিত ধোঁকা,
গাঁয়ের লোকে ছুটে গিয়ে হয়ে যেত বোকা।
সত্য যেদিন বাঘ আসিল রাখালের চিৎকারে,
বলল সবাই, 'বোকা হতে চাই না বারেবারে।'
বাঘের পেটে গেল রাখাল জীবন হল নাশ,
মিথ্যাবাদীর কথাতে কেউ করে না বিশ্বাস।"
সত্য কথা মিথ্যা কার? মিথ্যা বলা অভ্যাস যার।

একে হার, অন্যে জিত

"ভিমরুলে মৌমাছিতে হল রেষারেষি,
দুজনায় মহাতর্ক শক্তি কার বেশি।
ভিমরুল কহে, 'আছে সহস্র প্রমাণ,
তোমার দংশন নহে আমার সমান।'
মধুকর নিরুত্তর, ছলছল আঁখি---
বনদেবী কহে তারে কানে কানে ডাকি,
'কেন বাছা নতশির! এ কথা নিশ্চিত,
বিষে তুমি হার মানো, মধুতে যে জিত।"

মর্যাদা রক্ষা

"ছাতা বলে, 'ধিক্ ধিক্ মাথা মহাশয়,
এ অন্যায়-অবিচার আমারে না সয়।
তুমি যাবে হাটে বাটে দিব্য অকাতরে,
রৌদ্র-বৃষ্টি যত কিছু সব আমা 'পরে।
তুমি যদি ছাতা হতে কী করিতে দাদা?'
মাথা কয়, 'বুঝিতাম মাথার মর্যাদা।
বুঝিতাম তার গুণে পরিপূর্ণ ধরা,
মোর একমাত্র গুণ তারে রক্ষা করা।"